যুধিষ্ঠিরোপাখ্যান

শ্রী মাখনলাল ঘোষ প্রণীত।

BIOGRAPHY OF JUDHISTHIRA.

BY

MAKHUN LALL GHOSE.

কলিকাতা।

নং ৫৮'৫ অপর সার্কিউলার রোড

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

মুদ্রিত।

ইং ১৮৬৮।

Price, Ten Annas মূল্য দশ আনা।

বিজ্ঞাপন।

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত যে সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থ প্রকাশিত আছে, তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভূত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কতিপয় বৃত্তান্ত একত্রিত করিয়া যুধিষ্ঠিরোপাখ্যান নামক এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকখানি যে মহাভারত হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইল, এমত নহে। প্রয়োজন বোধে কোন কোন স্থলে অভিনব প্রস্তাব প্রকটিত হইল। এবং কোন স্থলেও বা প্রাকৃত ভারতের ভাব সমবেত করা গেল। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের নিদ্রাবেশটি যে নূতন রচিত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে আমি কৃতজ্ঞ-চিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি যে এই পুস্তক প্রণয়ন-কালে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক মান্যবর শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয় দ্বয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাতিশয় যত্ন সহকারে এই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং ইঁহাদের নেত্র-নিরীক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই আমি মুদ্রিত করণে সাহসী হইয়াছি। অতএব বিদ্যোৎসাহিগণ-সমাজে বিনতিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে, আমাকে তিরস্কার বা অবজ্ঞা না করিয়া, স্ব স্ব মহিমা প্রকাশ-পূর্ব্বক এ বিষয়ে দোষ গ্রহণ করিবেন না। যদি যুধিষ্ঠিরোপাখ্যানের কিঞ্চিৎ অংশও পাঠকবর্গের প্রীতিপদ হয় তাহা হইলে আমি সম্পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিব। ইতি

সন ১২৭৫ সাল
আষাঢ়।

শ্রীমাখনলাল ঘোষ
সাং মাজিনান।

যুধিষ্ঠিরোপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে রাজা যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বাহুবলে, ও স্বীয় ধর্ম্মবলে সমস্ত প্রজা-মণ্ডলে, ক্রমশঃ একাধিপত্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। ফলতঃ তদীয় শাসনকালে প্রতিবাসী ও প্রজাসকলে যেরূপ কুশলে কাল যাপন করিয়াছিল, অন্য কোন ভূপতিগণের রাজ্য শাসন কালে যেরূপ লক্ষিত হওয়া অতিবিরল। তাহা না হইবেই বা কেন? সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যখন মানবরূপ ধারণ করিয়া অবনীমধ্যে প্রজা পালন করিয়াছিলেন, এবং সহায়তার জন্য করুণাময় বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার রাজশ্রী বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত স্বয়ং মন্ত্রিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ ঘটনা হইবার কিছুমাত্র অসম্ভাবনা নাই। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পুরা-বৃত্তে তাঁহার যেরূপ গুণ কীর্ত্তন আছে, তদ্বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। বিশেষতঃ তিনি ধর্ম্মরাজ, তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ ও দয়াবান্, এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সমধিক পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার গুণের কথা অধিক কি বর্ণনা করিব, তিনি সৎকার্য্য ও সৎ পরামর্শ ভিন্ন কখন কালাতিপাত করিতেন না। তাঁহার এই নিয়ম ছিল, দ্বিজরাজ অস্তাচলে গমন করিলে পর, যখন তিমিরনাশক দিনমণি সহাস্যবদনে গগনমণ্ডলে উদয় হই-তেন, তখন তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, অগ্রে প্রাতঃকৃত্য সমা-

ধানানন্তর গৃহে আসিয়া জননী ও গুরুজনদিগকে পূজা বন্দনাদি করিয়া তৎপরে রাজবেশ ধারণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, বিনীতভাবে রাজাসনে উপবেশন করত, সুশৃঙ্খল রূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সুশাসন দ্বারা অল্লায় সমস্ত রাজ্যের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, যে তৎকালে সকলে পরহিংসা ও পরপীড়নে বর্জ্জিত হইয়া, সর্ব্বদা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সত্য কথা ভিন্ন মনোমধ্যে ইতর-ভাবের স্থানদান করিতেন না। এই নিয়মে পরম সুখে স্ব স্ব গৃহে সকলে সৎপথাবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

একদা রাজা যুধিষ্ঠির, সভাসদ্গণ সমবেত হইয়া আনন্দচিত্তে বসিয়া আছেন, এমত সময় অরাতিনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ, ধনঞ্জয় ও ময়দানব সমভিব্যাহারে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যুধিষ্ঠির সমক্ষে তাঁহাদিগের স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন হে রাজন্! আপনি আমাদিগের মধ্যে এই যে ময়দানবকে দেখিতেছেন ইনি পূর্ব্বে খাণ্ডব বন দাহনের সময় আমাদের সাহায্যে প্রাণ দান পাইয়াছিলেন বলিয়া এরূপ প্রতিশ্রুত আছেন যে, আমাদিগের কোন প্রত্যুপকার না করিয়া স্বগৃহে গমন করিবেন না, অতএব হে পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ! আমাদিগের অভিপ্রায় আপনকার নিকট ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! এই মহাসুভব অতিশয় শিল্পকার্য্যদক্ষ এবং ইনিই দানবপুরে প্রধান শিল্পকার নামে বিখ্যাত আছেন, এ প্রযুক্ত আপনকার এক প্রশস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজসভা নির্ম্মাণের ভার এই ব্যক্তিই গ্রহণ করিয়াছেন, আপনি অনুমতি করিলেই আমরা সকলে পরমাহ্লাদিত হই এবং ইনিও অঙ্গীকার হইতে মুক্ত হইতে পারেন। হে নরেন্দ্র! উক্ত বিষয়ে আপনকার অভিপ্রায় কি? এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে সসম্ভ্রমে কহিলেন, হে প্রিয়সখে, যদুকুলতিলক, আর্য্য! আপনি যখন অভিলাষী হইয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার বিরুক্তি নাই, অতএব হে যজ্ঞেশ্বর! আপনকার

মনোনীত স্থান নিরূপিত করিয়া উক্ত শিল্পকারকে শুভকর্ম্মে আদেশ করুন। যদুপতি জনার্দ্দন যুধিষ্ঠিরের বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কিয়দ্দিবস খাণ্ডবপ্রস্থে থাকিয়া মনোগত স্থান নিরূপণ পূর্ব্বক ময়দানব কর্ত্তৃক মনোহর নূতন সভা নির্ম্মাণের জন্য সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে তিনি স্বগৃহে গমনার্থে উৎসুক হইয়া রাজসমক্ষে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমি পিতৃদর্শনে অতিমাত্র উৎসুক হইয়াছি, আপনি অনুমতি করিলে আমি দ্বারকানগরে গমন করি। যুধিষ্ঠির-সমীপে তাঁহার যাইবার অভিলাষ জানাইয়া, স্বীয় পিতৃস্বসা ও ভগিনী সদনে বিদায় লইবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরে যথাবিধি কুন্তী দেবীর চরণ বন্দন করত প্রত্যাগমন কালীন, স্বীয় ভগিনী সুভদ্রাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। ভদ্রভাষিণী সুভদ্রাও তৎশ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া জননী প্রভৃতি স্বজন-সমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রার নিকট বিদায় লইয়া, পাণ্ডবকুল-হিতকারী পুরোহিত ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তথা হইতে ধনঞ্জয় সমভিব্যাহারে পুনরায় যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন।

যজ্ঞেশ্বর যদুকুলতিলক পাণ্ডবকুলতিলক পাণ্ডুনন্দন দিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেবলোক-পূজিত মহেন্দ্র সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি প্রথমতঃ প্রিয়সখা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া যাইবার জন্য বিদায় চাহিলেন। যুধিষ্ঠির তৎশ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। এই প্রকারে সভাস্থ সকলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণতি পূর্ব্বক অর্থসংযুক্ত বাক্যদ্বারা দ্বারকেশকে সন্তুষ্ট করিলেন। কেশব পরমাহ্লাদিত চিত্তে দ্বারকা গমন জন্য নানারত্নে বিভূষিত হইয়া সারথিকে রথ সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। সারথি আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই অশ্ব যোজনা করিয়া

রথ আনয়ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের নিকট বিদায় লইয়া সুসজ্জিত যানে আরোহণ করিলেন। সেই সময়ে পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডু তনয়েরা কাতর স্বরে এই কথা বলিলেন হে হৃষীকেশ! এ অধীন জনগণকে যেন মনে থাকে, একবারে বিস্মৃত না হন। তৎশ্রবণে করুণাময় করুণ বচনে পাণ্ডবদিগের প্রতি কহিলেন আপনারা এপ্রকার উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন, আমি আপনাদের স্নেহে চিরবাধিত আছি, অতএব আপনারা গৃহে গমন করুন, আমি ত্বরায় পিতা মাতার চরণ সন্দর্শন করিয়া কিছু দিন পরেই আপনাদের নিকট প্রত্যাগমন করিব। এরূপ কথা কহিতে কহিতে, অশ্বগণ বায়ুবেগে রথ লইয়া দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিল। ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ দৃষ্টির অগোচর হইলে পর পাণ্ডবগণ গোবিন্দের গমন চিন্তা করিতে করিতে ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে দেবকীনন্দন, প্রাজক সহায়তায় বেগবান খগেন্দ্রের ন্যায় অতি সত্বরে দ্বারকা নগরে সমুপস্থিত হইলেন। পরে রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সারথিকে বিশ্রামার্থে আদেশ করিলেন। তদনন্তর গোবিন্দ গৃহে প্রবেশ করত প্রথমতঃ পিতা মাতার চরণ বন্দন করিলেন, তৎপরে আত্মীয়গণ ও পৌরজনদিগকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসিয়া যশস্বিনী সহধর্ম্মিণী রুক্মিণী ভবনে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর সুমধুর প্রিয় বাক্যে প্রিয়োত্তমাকে প্রীত করিয়া একাসনে উপবেশন করিলেন। পরে রুক্মিণী স্বীয় প্রাণেশকে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা অধিক কি বর্ণনা করিব, যেমন নলিনী অগাধ সলিলে থাকিয়া গগণমণ্ডলে দিনমণির উদয় সন্দর্শনে মনের প্রফুল্লতা প্রযুক্ত প্রস্ফুটিত হয়, রুক্মিণীদেবী প্রিয়সখা দ্বারকাধিপতিকে পাইয়া তদনুরূপ সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবগণ একদা একত্রিত হইয়া সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন এমত সময় শিল্পদক্ষ ময়দানব, রাজা যুধিষ্ঠিরের নবসভা সুচারুরূপে নির্ম্মাণ করিয়া রাজসমীপে আসিয়া বিনীতভাবে নিবে-

দন করিল হে কুরুকুলোদ্ভব ধর্ম্মাত্মজ, ভবদীয় আজ্ঞানুসারে এবং শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি কৌশলে দেবসভা সদৃশ দীপ্তিমতী মনোরমা সহস্র হস্ত বিস্তীর্ণা যে নব সভা বহু পরিশ্রমে ও বিবিধ রত্ন সংযোগে নির্ম্মাণ করিয়াছি যদি কৃপা করিয়া আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া সুচারু শিল্পকার্য্য সকল অবলোকন করেন তবে আমি আত্মাকে কৃতার্থ করিয়া মানি। সরলস্বভাব রাজা যুধিষ্ঠির শুভ সংবাদ শ্রবণ-মাত্রেই আহ্লাদিত চিত্তে শিল্পকুশল শিষ্ট দানবকে মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া নবসভা দর্শনাভিলাষী হইয়া তৎ সমভিব্যাহারে গমনোদ্যোগী হইলেন। তৎপরে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির শুদ্ধাচারী হইয়া আত্মীয়-গণ ও কুলপুরোহিতগণে পরিবৃত হইয়া দানব নির্ম্মিত সভায় প্রবেশ করিবার সময় দীন হীন অনাথ ব্যক্তিদিগকে অর্থ ও বস্ত্র এবং নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া সভায় সমাসীন হইলেন। তৎপরে সভামধ্যে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ঋত্বিকগণ বেদোচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং নবগ্রহ প্রভৃতি দেবগণের পূজা হোমাদি করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সভায় উপস্থিত হইয়া দানব-নির্ম্মিত শিল্পকার্য্য সকলের প্রতি শুভক্ষণে দৃষ্টিপাত করিতেছেন এমত সময় সমভিব্যাহারী ময়দানব রাজসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিল হে নরাধিপতি! নরলোকে এরূপ শোভনীয় সভা কোন স্থানেও সংস্থাপিত নাই। যেরূপ প্রণালী সংযোগে স্থানে স্থানে নানাবিধ শিল্পকার্য্য সকল গঠন করিয়াছি যদি অনুমতি প্রদান করেন তবে সে সমুদয় আপনাকে ক্রমে ক্রমে দেখাইতেছি, এই বলিয়া হস্তোত্তোলন করত পৃথানন্দনের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া সবিস্তরে দেখাইতে লাগিল।

মহারাজ দৃষ্টি করুন, এই যে তোরণ-মণ্ডিত অট্টালিকার মধ্য-স্থানে যে স্বর্ণ-নির্ম্মিত রাজাসন সংস্থাপিত রহিয়াছে, হে প্রজা-রঞ্জন প্রজাদিগের বিচারজন্য এই সিংহাসনোপরি আরোহণ পূর্ব্বক

করভীর ন্যায় প্রতাপান্বিত চিত্তে এবং মাধুর্য্য ভাবে অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন। হে অনঘ! আপনকার রাজাসনোপরি যে সুনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ সংস্থাপিত রহিয়াছে তন্মধ্যে নানাবিধ বৈদুর্য্যমণি স্বতেজস্তরে জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছে, আবার মধ্যে মধ্যে মণিগণ উজ্জ্বল জ্যোতিতে মনোহর শোভা প্রদান করিতেছে। মহারাজ! চতুর্দ্দিকের প্রশস্ত গবাক্ষ দ্বার দিয়া সুশীতল সমীরণ সঞ্চালিত হইতেছে. বৈশ্রবণোদয়-তলে যেমন তাপিতগণের সুখোদয় হয় ভবদীয় বেশ্মমধ্যে সুশীতল সমীরণে ততোঽধিক সুখোদয় হইতেছে। মহারাজ! এই সুশীতল সমীরণে আপনি পরিতৃপ্ত হইতেছেন ত? হে নরেন্দ্র আপনাদিগের কতিপয় আকৃতি এই সিংহাসন প্রান্তরে প্রাচীর পরিসর মধ্যে দেখুন কেমন চিত্রিত হইয়াছে। দৃষ্টি করুন, আপনকার জননী, যিনি পদ্মগর্ভ সদৃশ রূপবতী, কুন্তিরাজের দুহিতা, বিচিত্ৰবীর্য্যের পুত্রবধূ, মহারাজ পাণ্ডুর সহধর্ম্মিণী, আপনাদের গর্ভধারিণী, তিনি কেমন সহাস্যবদনে আত্মীয় মহিলাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঠিক যেন এই সভার শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। হে নৃপতে! দেখুন দেখুন আপনারা পঞ্চ ভ্রাতায় মহামূল্য রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাজ্ঞসেনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যেন যজ্ঞমণ্ডপে আসিতেছেন।

এই প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠির সভার চতুর্দ্দিকে সুচারু শিল্পকার্য্য সকল অবলোকন করিতেছেন এমত সময় মহামুনি নারদ দেবলোক হইতে সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে পাণ্ডবগণকে, স্নেহের সহিত জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাণ্ডুতনয়েরাও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মুনিবরের চরণদ্বয়ে প্রণাম করিয়া নানাবিধ সৎকার করিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে দেবর্ষি নারদকে অর্থসংযুক্ত বাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সমস্ত সুসংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। যুধিষ্ঠিরপ্রমুখাৎ এই সকল

সাধুবাদ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি পরম পরিতুষ্ট চিত্তে সহাস্য বদনে নরাধিপ যুধিষ্ঠিরের প্রতি কহিলেন, মহারাজ আপনার রাজকার্য্য সকল কিরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, এবং আপনি কিরূপ ধর্ম্মের মর্ম্ম ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, হে নরেন্দ্র! সে সমস্ত আপনাকে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। হে সুশীল অনঘ! অর্থচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সদনুষ্ঠান চিন্তা আপনি ত পরিত্যাগ করেন না। মহারাজ, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া স্বকীয় মনকে ত কুপথগামী করেন না। হে নরাধিপ, সামান্য মনুষ্যের ন্যায় মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অবিচারে ত পরের অপকার অনুষ্ঠান করেন না। হে নরশার্দ্দূল পাণ্ডুনন্দন! অসৎ অমাত্যের সহিত একত্রিত হইয়া অবিশ্রান্ত কামপ্রমাদ দ্বারা আপনকার ধর্ম্মের ত হ্রাস করিতেছেন না। হে অমিতবুদ্ধি রাজনন্দন! অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সুচারুরূপে পর্য্যালোচনা করেন। হে প্রতিপালক প্রজারঞ্জন! প্রজাদিগের নিমিত্ত আত্মানুরূপ গুণসম্পন্ন, বিশুদ্ধ, বয়োধিক, বিদ্যানুরত, সন্তুষ্টস্বভাব ও সৎকুলোদ্ভব, এবং রাজকর্ম্মদক্ষ মন্ত্রিগণকে ত মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। কারণ, সৎমন্ত্রণা সকল রাজ্যশাসনের ও জয়লাভের অদ্বিতীয় হেতু, তাহা ত আপনি বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন। হে নরেন্দ্রনন্দন নরশ্রেষ্ঠ! আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া রাজ্যের ত রাজশ্রী ভ্রষ্ট করিতেছেন না। হে বিচক্ষণ বিচারপতি, সহস্র মূর্খ বিনিময় দ্বারা এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন। কারণ রাজ্যের কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটনা উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিদ্বারা অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান হয়। হে নৃপতে! প্রজাদিগের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের মনোগত ভাব ত নিরীক্ষণ করেন। মহারাজ স্বীয় মঙ্গলার্থে এবং প্রজাদিগের হিতসাধন জন্য আপনার রাজ্যের মধ্যে ত উত্তম উত্তম বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত করিয়াছেন। আর ঐ বিদ্যালয়ের বিদ্যা অধ্যাপন জন্য বিচক্ষণ ও সুশিক্ষিত পণ্ডিতগণকে ত

নিযুক্ত করিয়াছেন। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ প্রকার প্রণালীতে ত স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন। এবং তথায় নিদান-বিদ্যাবিশারদ চিকিৎসকেরা ত চিকিৎসা করেন। হে গুণশালী অধিরাজনন্দন! অপ্রতিহত-প্রভাবে অপত্য নির্ব্বিশেষে ত্বদীয় প্রজাগণকে ত প্রতিপালন করিতেছেন। হে ধর্ম্মাত্মজ! অভিজ্ঞ ও সৎমন্ত্রণাকারী ব্যক্তিগণের সহিত একত্রিত হইয়া সানন্দচিত্তে কালযাপন করিতেছেন ত। মহারাজ আপনার নিকট যাহা জিজ্ঞাস্য ছিল তৎ সমুদায় আপনাকে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিলাম। হে ধর্ম্মাত্মজ যিনি এইরূপ চতুর্ব্বর্গ রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন তিনি ইহলোকে পরম সুখে কালযাপন করিয়া চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হন।

তৎপরে দেবর্ষি নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সমুচিত সৎকার করিয়া বিনয়-নম্র বচনে কহিলেন হে মুনীন্দ্র আমি আপনার উপদেশ বাক্য সকল শিরোধার্য্য করিলাম। আর আপনি যেমন আমাকে হিতবাক্য দ্বারা কৃতার্থ করিলেন এই প্রকার স্নেহ যেন আমার প্রতি চিরকাল থাকে। হে পাপস্পর্শশূন্য মুনিরাজ, আপনার চরণদ্বয়ে নমস্কার করি। মহামুনি নারদ যুধিষ্ঠিরের বিনয়-নম্র বচনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন বৎস পাণ্ডুনন্দন তোমার গুণের কথা অধিক কি বলিব, তোমা হইতে বিখ্যাত পাণ্ডব-কুলের শোভা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। আর তোমার এই যে জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বালঙ্কৃত ময়দানব-নির্ম্মিত নবসভা নির্ম্মাণ হইয়াছে, এ সভার সদৃশ এই ভূমণ্ডলে আর দৃশ্য হয় না, তাহা নিশ্চয় বলিতেছি, কারণ আমার অজানিত কোন স্থান নাই। দেবলোকমধ্যে কেবল ধর্ম্মরাজ পিতৃপতির ও ধীমান বরুণের এবং দেবরাজ সুরপতির, আর ধনাধিকারী কুবেরের, আর ব্রহ্মলোকে সর্ব্বলোক-পিতামহ পিতা ব্রহ্মার, এই কয়েক অদ্বিতীয় সভা সংস্থাপিত আছে। হে রাজন্ তাহা আপনার শ্রবণপথের অগোচর কিছুই নাই, কেবল আপনকার কথার

প্রত্যুত্তর জন্য প্রস্তাব করিলাম। দেখুন পাণ্ডব-কুলতিলক যুধিষ্ঠির, আমার আর এক কথা স্মরণ হইল, তোমার পিতা পাণ্ডুরাজা আমাকে ভূলোকে আসিতে দেখিয়া অতি দীনভাবে কহিলেন, হে দেব-লোকপূজিত মুনীন্দ্র, আপনি ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে যাইতেছেন, যদি কৃপা করিয়া এই অকৃতীর প্রতি প্রসন্ন হন তবে আমার পঞ্চ তনয় শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে কহিবেন যে তোমার পিতা পাণ্ডুরাজা, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায়, যাহাতে ইন্দ্রলোকে পরম সুখে বাস করিতে পারেন, এমত এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তাহা হইলে আমি সেই পুণ্যবলে মহেন্দ্রলোকে গমন করিতে পারি। তদ্ব্যতিরিক্ত আমার স্বীয় সাধ্য কিছুই নাই। হে ধর্ম্মপ্রবীর যুধিষ্ঠির, আমি তোমার পিতাকে বলিলাম যদি কোন কারণ বশতঃ আমি ভূলোকে গমন করি, তবে অবশ্য তোমার তনয়কে এই সকল বৃত্তান্ত জানাইব। এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, অতএব তুমি যত্নবান্ হইয়া যদি সেই যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় অচিরাৎ সমাধা কর, তাহা হইলে তোমার পিতা মহামান্য পাণ্ডু ইন্দ্রলোকে বাস করিতে পারেন, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহারাজ যে রাজসূয় যজ্ঞের কথা তোমার নিকট উল্লেখ করিলাম এ অতি পবিত্র যজ্ঞ এবং তোমাদিগকেই সম্ভবে, সে জন্য তোমাকে বলিতেছি ঐ যজ্ঞে দীক্ষিতের সময় পৃথিবী মধ্যে অনেকানেক দস্যুগণ ও অনেকানেক ক্রূর রাজগণ যুদ্ধ উপলক্ষে যজ্ঞের বিবিধ প্রকার হানি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবে। কিন্তু সেই সকল বিষয়ের অগ্রে প্রতিবিধান করিয়া তৎপরে যজ্ঞে হস্তক্ষেপণ করা বিধেয়। এই পর্য্যন্ত তোমার নিকট জানাইলাম, এক্ষণে বিদায় হই, ত্বদীয় কুলের মঙ্গল হউক। এই বলিয়া নারদ ঋষি বীণা করে করিয়া সঘনে বদনে বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। মুনিরাজ প্রস্থান করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির, ময়দানবকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন, তৎপরে

মৃদু মধুর বচনে অনুজগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞের সুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রাজা যুধিষ্ঠির অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন হে সুহৃদগণ আমি যজ্ঞ বিষয়ে যত্নবান্ হইতেছি, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না তদ্বিষয়ে তোমরা যুক্তি প্রদান কর। এই কথা শ্রবণান্তে সভাসদ্‌বর্গ রাজার প্রতি বিনয়-নম্র বচনে কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনাকেই সম্ভবে এবং আপনি যেরূপ গুণশালী তদনুরূপ যজ্ঞেই যত্নবান্ হইয়াছেন। মহারাজ আপনি সত্বর হইয়া যজ্ঞের উদ্যোগ করিতে আদেশ করুন। আমরা স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা-নুসারে যজ্ঞের নিয়মিত দ্রব্য সকল আয়োজন করি। আপনি নির্ব্বিঘ্নে মহাযজ্ঞ মহাপ্রভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কারণ অদ্বিতীয় বলশালী মহাবাহু ভীমসেন যখন আপনকার সহায়, আর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় যখন আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী, ও দেব সদৃশ রূপবান্ নকুল সহদেব যখন আপনার বশবর্ত্তী আছেন, তখন আপনকার উক্ত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইবে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎশ্রবণে রাজা যুধিষ্ঠির পরমাহ্লাদিত হইয়া মনো মধ্যে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বীয় অনুজ-গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখ ভ্রাতৃগণ, যদিও উক্ত বিষয়ে অমাত্যগণের মত হইয়াছে বটে, তথাপি সন্দেহ ভঞ্জনার্থে আমাদের হিতকারি কংসারিকে দ্বারকা হইতে আনয়ন করিয়া, যজ্ঞেশ্বরের অনুমতি লইয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করা বিধেয় হইতেছে। অতএব হে সুহৃদ্‌গণ তোমাদিগের মধ্যে এক জন সুসজ্জিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক দ্বারকেশকে আনিতে যত্নবান্ হও।

এই কথা শ্রবণ মাত্র তাঁহারা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এক জন সম্ভ্রান্ত দূতকে প্রেরণ করিলেন। দূত দ্রুতগামি যানে আরোহণ করিয়া অতি বেগে দ্বারকায় উপস্থিত হইল, এবং শ্রীকৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরের

দর্শনাকাঙ্ক্ষা জানাইয়া নিবেদন করিল, হে পতিতপাবন জনার্দ্দন রাজা যুধিষ্ঠির যত্ন সহকারে কহিয়াছেন যে ত্বরায় খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

এই বাক্য শ্রবণান্তে অনন্ত-গুণধাম শ্রীকৃষ্ণ সুসজ্জিত হইয়া দূত-সমভিব্যাহারে বিচিত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক অতি সত্বরে পৃথা-নন্দনের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না এবং যথাবিধি যথানিয়মে অভ্যর্থনা করিয়া সুনির্ম্মিত আসন প্রদান করিলেন, তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে স্বাগত জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, হে যজ্ঞেশ্বর আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে মনোনীত করিয়াছি, যদি আমাকে কৃপা করিয়া তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে, আমি পিতৃ আজ্ঞা হইতে মুক্ত হইতে পারি। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস তজ্জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছি, আপনি এ বিষয়ের সৎপরামর্শ প্রদান করুন। তৎশ্রবণে যদুপতি অতি বিনীতভাবে কহিলেন, মহারাজ আপনি যেরূপ গুণগ্রাহী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ তাহাতে তদ্বিষয় আপনার পক্ষে অসম্ভাবিত নহে। আপনি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে সমস্ত প্রজামণ্ডল ও যাবতীয় ভূপতি সকলে আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সৎপথ অবলম্বন করিবে, তদ্বিষয়ে আপনকার কোন চিন্তা নাই। কিন্তু আপনাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি সে বিষয়ের কি উপায় করিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলস্থিত দুর্জ্জয় প্রতাপান্বিত নিষ্ঠুর জরাসন্ধ এ যজ্ঞের সন্ধান পাইলে অবিলম্বে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। আর সেই দুরাচারের নিকট ত্বৎসম্বন্ধীয় যে সকল রাজগণ কারাগারে বদ্ধ আছেন, তাঁহাদিগের পরিত্রাণেরই বা কি উপায় করিলেন। এক্ষণে আপনার রাজসূয় যজ্ঞের সময় তাঁহারা কোন প্রকারে সভাগত হইতে পারিবেন না। অতএব যদবধি সেই দুরাচার হত না হয়, তদ্দিবসাবধি আপনি এই শুভ কর্ম্মে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারিবেন না।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণান্তে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে চিন্তামণি আপনি আমার চিন্তা দূর করিবার জন্য সেই দুরাচার প্রতাপান্বিত জরাসন্ধের বিনাশের উপায় করুন। তৎশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আপনি প্রসন্ন হইয়া আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজেয় ভীমসেনকে ও তৎকনিষ্ঠ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয়কে যদি আমার সমভিব্যাহারে প্রেরণ করেন, তবে অবলীলাক্রমে সেই নিষ্ঠুরকে পরাজয় করিয়া কারাবদ্ধ ভূপতিগণকে উদ্ধার করি, নচেৎ আপনার মনোরথ কোন প্রকারে সিদ্ধ হইবে না। যুধিষ্ঠির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অরিনিসূদন পবনাত্মজকে ও ইন্দ্রসদৃশ বলশালী অর্জুনকে আহ্বান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিলেন। আর করুণবচনে করুণাময়কে কহিলেন, হে যদুপতি তুমি সহায় থাকিতে আমাদের শত্রুহস্তে যেন দুর্গতি না হয়।

কৃষ্ণ হাস্যবদনে যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় লইয়া ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক, তিন জনে ক্রমে ক্রমে রাজা জরাসন্ধের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে রাজা অর্চ্চনামণ্ডপে বসিয়া দেবারাধনা করিতেছেন। এমত সময় তিন জনে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা দ্বিজগণকে আগত দেখিয়া কহিলেন আপনারা কি প্রকারে এ স্থানে আসিয়াছেন এবং আপনাদিগের অভিপ্রায় কি তাহা শুনিতে বাসনা করি। তৎশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে রাজন্ আমরা যে অভিপ্রায়ে আসিয়াছি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন, এবং শ্রবণ করিয়া যদি শীলতাপূর্ব্বক নিজ কারাগারস্থিত মহীপালগণকে কষ্ট হইতে মোচন করেন, তাহা হইলে মঙ্গলের বিষয়, নতুবা যুদ্ধদ্বারা পরিচয় দিয়া আপনাকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব। এই কথা শ্রবণান্তে রাজা জরাসন্ধ আরক্ত-লোচনে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন এই ভূমণ্ডল মধ্যে এমত কে মহাবীর আছে যে আমার সম্মুখীন হয় এবং সাংসারিক সম্ভোগাশা পরিত্যাগ করিয়া

ইচ্ছাপূর্ব্বক কালকবলে গমন করিতে অভিলাষ করে। তৎশ্রবণে মহাবাহু অজেয় ভীমসেন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জরাসন্ধের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর জরাসন্ধ তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রকারে তৎকালে তুমুল শব্দে বীরদ্বয়ে মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সিংহনাদে তৎকালে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে অজেয় ভীমসেন বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক জরাসন্ধের হস্ত ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ ও নিষ্পেষণ করিলেন। জরাসন্ধ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে পর, তৎপুত্র বাসুদেবের শরণাগত হইল। করুণাময় তদ্দর্শনে তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া রাজবিধানানুসারে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে কারাগারস্থিত ভূপালগণকে বন্ধন মোচনপূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া, কৃতার্থ হইলাম বলিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে, যজ্ঞেশ্বর বৃকোদর ও ধনঞ্জয় জয়ী হইয়া, যানের অগ্রভাগে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহারা পরমানন্দে সেই রথারোহণ পূর্ব্বক অশ্বগণের পরাক্রমে ক্রমে ক্রমে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সুহৃদগণকে আগত দেখিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া মধুরালাপে সকলকে সম্ভাষণ করিলেন। তখন সেই অরিহন্তারা তদীয় সন্নিধানে আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা জয়বার্ত্তা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন ভগবন্! তব মাহাত্ম্য কে বুঝিতে পারে, শূলপাণি ভবানীপতি ভবদীয় ভাবনায় অবিরত হইয়াও স্থির করিতে পারেন না, আমি সামান্য মনুষ্যাকারে কি প্রকারে তোমার মহিমা জানিতে পারিব। এই বলিয়া তিনি দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

জনার্দ্দন যুধিষ্ঠিরের সহ প্রীতচিত্তে নানাবিধ কথোপকথন করিতেছেন সেই সময় যুধিষ্ঠিরানুজ ভ্রাতৃচতুষ্টয় একত্রে হইয়া অগ্রজের নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজ, রাজসূয় যজ্ঞ করিবার পূর্ব্বে দিগ্বিজয় করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিতে হয়, অতএব আমরা তদ্বিষয়ে আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির দিগ্বিজয়ের প্রস্তাব শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া অনুজগণকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহারা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। এই প্রকারে নানা দেশ ও নানা নগর ও দ্বীপ উপদ্বীপ অতিক্রম করিয়া, সমস্ত মহীপালগণকে আত্মবশে আনিয়া, পরাক্রমে ক্রমে ক্রমে একাধিপত্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে নানা দেশ হইতে রাজাদিগের নিকট মহামূল্য রত্ন প্রভৃতি উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, চতুর্দ্দিক হইতে পুনরায় স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং সেই সমস্ত ধনরাশি ধনাধীশ যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্পণ করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্নেহের সহিত অনুজগণকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারাও তৎপরিবর্ত্তে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন। তদ্দর্শনে যজ্ঞেশ্বর সভা হইতে উত্থিত হইয়া কহিলেন মহারাজ আপনি এক্ষণে প্রকৃত সম্রাট হইলেন, হে ভূপতি আপনার আর কোন বিঘ্ন সম্ভাবনা নাই, আপনি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে। শুভ কর্ম্মে কালাতিপাত করা কোন প্রকারে উচিত নহে। রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেব প্রমুখাৎ কার্য্যের আদেশ পাইয়া ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে প্রযত্ন-সহকারে আহ্বান করিয়া যজ্ঞসামগ্রী সকল আয়োজন এবং চতুর্দ্দিকে নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা আজ্ঞাপ্রাপ্তে অতি সত্বরে চতুর্দ্দিকস্থ আশ্রমবাসী তপস্বীদিগকে রাজা ও প্রজাগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং

যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল আয়োজন করিতে লাগিলেন। আর, স্থানে স্থানে সুখাদ্য সামগ্রী সকল পর্ব্বতাকার পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এবং উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সুচতুর পরিচারকদিগকে খাদ্যসামগ্রীর ভাণ্ডারে নিয়োজিত করিলেন। তদ্ব্যতিরিক্ত সেই সভাস্থানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-দিগের জন্য শত শত দাস দাসী নিযুক্ত করিলেন, এবং আপনারাও চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকদিগের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মহাড়ম্বরে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

তৎপরে মহর্ষি বেদব্যাস ধৌম্য পুরোহিতের সহিত এবং মহাতেজস্বী ঋষিগণ সমভিব্যাহারে সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেদব্যাস সভায় সমাসীন হইয়া স্বয়ং বেদ উচ্চারণ করিতে লাগি-লেন। ঋত্বিকগণ জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এমত সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শুদ্ধাচারী হইয়া যজ্ঞীয় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, আত্মীয় জন ও বিপ্রগণে বেষ্টিত হইয়া নতশিরে প্রণাম করিতে করিতে যজ্ঞমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই যজ্ঞে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অধ্যক্ষতা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। অতএব মহাযজ্ঞ মহাপ্রভাবে সমাধা হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষিগণের বেদ পাঠ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা রাজসমীপে কহিলেন মহারাজ আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আপনি অর্ঘ্য প্রদানে যত্নবান্ হউন, আমরা তদ্দর্শনে সানন্দ চিত্তে স্ব স্ব স্থানে সকলে প্রস্থান করি। মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণান্তে রাজা যুধিষ্ঠির মনোমধ্যে এই প্রকার তর্ক করিতে লাগিলেন, যে প্রথম অর্ঘ্য কাহাকে অর্পণ করা সম্ভবে। এই ভাবনা মনোমধ্যে কল্পনা করিতেছেন, এমত সময় সম্মুখবর্ত্তী পিতামহ ভীষ্মদেবকে লক্ষ্য

করিয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন হে প্রাজ্ঞবর পিতামহ কুরুকুলাগ্রগণ্য গাঙ্গেয়, আপনি আমাকে প্রসন্ন হইয়া অতি সত্বরে আজ্ঞা করুন যে প্রথম অর্ঘ্য কোন্ মহানুভবকে অর্পণ করা বিধেয়। ধর্ম্মপ্রবীর শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব কহিলেন বৎস পৃথানন্দন তুমি মনোমধ্যে অনিত্য ভাবনা কেন করিতেছ, যজ্ঞেশ্বরের সম্মুখে থাকিয়া যজ্ঞের অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য চিন্তা করিতেছ! অতএব প্রথম অর্ঘ্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা বিধেয়। এই কথা শ্রবণমাত্রে রাজা যুধিষ্ঠির যদুকুলতিলক জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করিয়া সসম্ভ্রমে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন।

তদ্দর্শনে শিশুপাল সাতিশয় রোষ-পরবশ হইয়া ভীষ্ম ও অর্ঘ্যগ্রহীতাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে দেবলোক হইতে দেবর্ষি নারদ সেই যজ্ঞমণ্ডলে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। মুনিবরকে আগত দেখিয়া ভীষ্মদেব সসম্ভ্রমে সভামধ্যে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলেন। মহর্ষি পরম পরিতুষ্ট হইয়া সভার চতুর্দ্দিকে সানন্দমনে বেদ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এদিকে শিশুপাল স্বীয় গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার অবমাননা করায়, কেশব তাহা নিতান্ত দুঃসহ বোধ করিয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শনানন্তর শাণিত সুদর্শন চক্রে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সভাস্থিত দেবর্ষি নারদ সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভীষ্ম ও বিদুরের নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে সভাগত মহর্ষিগণ ও ব্রাহ্মণ সকলে যুধিষ্ঠিরকে জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নিজ নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনানন্তর সভাগত দিগ্দিগন্তের মহীপালগণকে যথাবিধি সম্মান-পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন, এবং রাজসম্বন্ধীয় বিবিধ বস্তু সংযোগে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া স্ব স্ব গৃহে পাঠাইবার জন্য আপনিও তাঁহাদের অভিব্যাহারে কিঞ্চিৎ দূর অবধি যাইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর তিনি যজ্ঞমণ্ডপে আসিয়া ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে আহ্বান করিয়া মধুর বচনে তাঁহাদিগকে কহিলেন হে অনুজগণ তোমরা সতর্কতা পূর্ব্বক এই যজ্ঞ-দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া যজ্ঞিয় দ্রব্য সকল আনয়ন করিয়া, অনাথ ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিবে। কেহ যেন রিক্ত হস্তে মনোদুঃখে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক গৃহে যাইয়া, আমার নাম স্মরণান্তে অপবাদ বাক্যে দুঃখ প্রকাশ না করে। দেখ ভ্রাতৃগণ আমি তোমা-দিগকে অধিক আর কি বলিব, তোমরা নিজে গুণশালী, তোমাদিগের সহায়তায় এই মহাযজ্ঞ সমুদয় সমাধা হইয়াছে, এবং চতুর্দ্দিকস্থ ভূপালগণ আমার বশীভূত হইয়াছেন। বৎসগণ, তোমাদের পরাক্রমে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অবনীমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছি। আমি আর অধিক কি জয়াশা করিব। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি তোমরা দীর্ঘায়ু হও। আর যেরূপ সদ্ভাব প্রভাবে আমরা কাল যাপন করিতেছি এইরূপ সদ্ভাব আমাদিগের যেন চিরকাল থাকে। হে জগৎপতি জগদাত্মন্ তোমার শ্রীচরণ প্রসাদে আমরা একত্র হইয়া কুশলে যেন কাল যাপন করি। এই প্রকারে ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন।

তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় মানসিক সংশয় নিরাসার্থ, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও ব্যাসদেব এবং মহামতি বিদুর সন্নিধানে সমাগত হইয়া কহিলেন হে প্রাজ্ঞ মহোদয়গণ ভবদীয় সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন এবং শ্রবণান্তে তৎসম্বন্ধীয় যথার্থ অর্থ সকল আমার নিকট ব্যক্ত করুন। যদবধি আপনারা সেই প্রস্তাব সম্বন্ধীয় মর্ম্ম আমাকে না জানাইবেন তদবধি আমার অন্তরাত্মা সংশয়ানলে দগ্ধ হইতে থাকিবেক। হে প্রভুগণ আপনাদিগের নিকট বিশেষ প্রস্তাব করিতেছি মনোনিবেশ পূর্ব্বক অবধান করুন।

আমাদিগের যৎকালীন মহাযজ্ঞ মহাপ্রভাবে সমাধা হইতেছে, এমত সময় অরাতিনিসূদন চক্রপাণি শাণিত সুদর্শন চক্র হস্তে করিয়া বিপক্ষ শিশুপালকে বধ করিবার নিমিত্ত সিংহনাদ-পূর্ব্বক যখন আঘাত করিলেন, আমি তখন সেই দিকে অনিমিষ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছি, এমত সময় মহামুনি নারদ সেই যজ্ঞ স্থানে শিশুপালকে আহত দেখিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদিগের নিকট গমন করত অতি কাতর স্বরে মৃদু মৃদু বচনে কি বলিলেন এবং আপনারাও দুঃখিতান্তঃকরণে তৎকালে মস্তক নত করিয়া রহিলেন।

কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ পরেই সেই মুনীন্দ্র দুঃখিতান্তঃকরণে বদনের ভাবান্তর করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। যখন তিনি গমন করিলেন, তখন আমি মনোমধ্যে স্থির নিশ্চয় করিয়া দেখিলাম যে, মহর্ষি যে সময় সভায় আগমন করিয়া ছিলেন, তৎকালীন তিনি হর্ষোৎফুল্ল নয়নে সভায়তনে দৃষ্টিপাত করত চতুর্দ্দিকে বেদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুনিরাজের গমন কালীন সে সব লক্ষণ কিছুই লক্ষিত হইল না। তৎকালে আমার এই বোধ হইল যে, আমাদিগের কোন ভাবী দুর্ঘটনা প্রযুক্ত ইনি এরূপ ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। সেই মন্দ ঘটনাকে মনোমধ্যে স্থান দিয়া, তদ্বিষয়িণী চিন্তার্ণবে মগ্ন হইতেছি। অতএব হে উপদেশকগণ আপনারা উক্ত বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া, উপদেশ বারি দ্বারা, আমার ভাবনানলে তাপিত অন্তঃকরণকে শীতল করুন।

এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণানন্তর প্রাজ্ঞবর ভীষ্ম দেব সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নরাধিপ যুধিষ্ঠিরের মলিন বদন অবলোকন করিয়া সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে স্নেহের সহিত নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ! তুমি ধৈর্য্যশালী হও, আর মায়ার বশীভূত হইও না। দেখ বৎস তোমার সদৃশ বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি এই সংসারমধ্যে অতি বিরল। তুমি সমস্ত

বিষয় অবগত হইয়াও সামান্য মায়ার বশীভূত হইতেছ। আহা! বিশ্ব-সংসারের মধ্যে মায়া কি বলবতী, তাহার প্রতিবিধান করা অতি দুঃসাধ্য। বৎস যুধিষ্ঠির তোমাতেই সে সমুদয় প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিতেছি। কেন না, যাহার এককাল পর্য্যন্ত কখন চিত্ত চপলতা দৃষ্টিগোচর করি নাই, সেই মহানুভবকে মহামায়া একণে পরাভব করিয়াছে। অতএব হে জগদীশ্বর! তোমাকে ধন্য এবং তোমার ক্রিয়া সকলকেও ধন্য। তব প্রস্তাব বুঝিবার অতাব ভাবিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। হে করুণাময় করুণ বচনে তোমার চরণে নমস্কার করি। তুমি পাণ্ডব কুলের মঙ্গল কর। এই বলিয়া ভীষ্মদেব পার্শ্বস্থিত মহামতি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেমন ধর্ম্মপরায়ণ বিদুর তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছিলে যে সময় মহামুনি নারদ সেই দুঃখ সংযুক্ত ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক সভা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, সে ভাব কি ভাব?

তখন বিদুর কহিলেন, হে মহাত্মন্ আমি জ্ঞান-বলে যে সমুদয় জানিতে পারিয়াছি তৎ সমুদয় ভবদীয় সন্নিধানে ও আমতবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহর্ষি নারদ যে অভিপ্রায়ে সেই যজ্ঞমণ্ডপে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহার ভাবের দ্বারা এই স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রতীয়মান হইল, যখন মহামতি গোলোকপতি সেই যজ্ঞস্থানে সাতিশয় রোষ পরবশ হইয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক শিশুপালকে সংহার করিতে উঠিলেন, তখন মহর্ষি নারদ, নীরদজ্যোতিঃ অরিহন্তা নারায়ণের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিয়া, মনোমধ্যে এই বিবেচনা করিলেন যে, জগদীশ্বরের কি অপার মহিমা! তাঁহার কৌশলের ইয়ত্তা করা যায় না। দেখ, যে যদুপতি যদুকুলে মানবরূপ ধারণ করিয়া, ধরাতল মধ্যে উক্ত কুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, স্বয়ং সেই জনার্দ্দনই কিছু দিন পরে উক্ত কুলের বিনাশের হেতু-স্বরূপ হইবেন। এই ভাবনা করিতে করিতে ঋষি-

রাজ বিবর্ণবদনে মনের ভাবান্তর প্রকাশ করিয়া গমন কালীন আমাদিগের নিকটে আসিয়া, অতি কাতর স্বরে এই বলিলেন, তোমাদিগের জয় হউক, আমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি। এই বলিয়া তিনি গমন করিলেন। তৎপরে আপনি এবং আমি মুনিরাজের ভাবান্তর দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া ছিলাম। আর ভবিষ্যতে যে কুরু-কুলের অমঙ্গল হইবে তাহাও তাঁহার ভাবের দ্বারা কিঞ্চিৎ জানিতে পারিলাম। অতএব হে যশোধন শান্তনু-বংশোদ্ভব কুরুকুল-প্রধান! আপনি আমাকে যে সমুদয় প্রস্তাব জিজ্ঞাসা করিলেন তৎসমুদয় ভবদীয় সন্নিধানে এবং নরাধিপ যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। আপনারা উক্ত বিষয়ে সৎ মন্ত্রণা স্থির করুন।

যুধিষ্ঠির মহামতি বিদুরের বাক্য শ্রবণানন্তর সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অবিরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং সজল নয়নে অতি কাতর স্বরে বলিলেন, হে প্রাজ্ঞবর মহোদয়েরা পূর্ব্বে আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তৎ সমুদয় এক্ষণে খুল্লতাত বিদুরের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম। আহা! মনই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, ঘটনা হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। কেননা যৎকালীন নারদ মুনি সেই সভামণ্ডপে মৌনাবলম্বন করিয়া ছিলেন, আমিও সেই সময়ে এই ভাবিয়াছিলাম যে সভাগত নৃপতিগণের কিম্বা আমাদিগের কোন অমঙ্গল ঘটনা হইবেক, তজ্জন্য মুনিবর এইরূপ ভাবাবলম্বন করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে শোকে অধৈর্য্য হইয়া, ধরাতলে বাতাহত কদলী-বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন। ভীষ্মদেব সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রযত্ন সহকারে যুধিষ্ঠিরের হস্ত ধারণ করিয়া নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এবং নয়নের জলধারা নিজ বস্ত্র দ্বারা বিমোচন করিতে করিতে কহিলেন, বৎস

যুধিষ্ঠির বুদ্ধিভ্রংশ-কর ভয়ানক মোহে মোহিত হইও না। বিধি-লিখিত কর্ম্ম যাহা হইবে, কাহার সাধ্য আছে যে তাহার প্রতি-বিধান করে। বৎস কৌন্তেয় চল আমরা স্ব স্ব গৃহে গমন করি। এস্থানে একত্রিত হইয়া এরূপ বিলাপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির গৃহে আসিয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তার্ণবে মগ্ন হইয়া মনোনলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এবং আর্ত্তস্বরে অন্তরাত্মার প্রতি কহিতে লাগিলেন হে পরমাত্মন্! তুমি এ পাপাত্মার দেহ হইতে প্রস্থান কর, নতুবা তুমি কিয়দ্দিবস পরে এই পাপিষ্ঠ-ঘটিত দুষ্কর্ম্মে অকারণে কেন দূষিত হইবে? আমি অতি নরাধম, পামর, আমার আর সুখ সম্ভোগে প্রয়োজন নাই। আমি আত্মীয় সুখাশায় যখন নিরাশ হইতেছি এবং মহামায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আত্মানুরূপ পরম ব্রহ্মকে যখন বিস্মৃত হইতেছি, আমার মত নরাধম এই পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যেহেতু আমাকে স্বচক্ষে জ্ঞাতি কুলক্ষয় লক্ষিত করিতে হইবে। অতএব হে পরমাত্মন্ তুমি এই পাপাত্মার অনিত্যদেহ হইতে প্রস্থান কর। তাহা হইলে এই নরাধম নরদেহ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে যুধিষ্ঠির তাপিত দেহকে শয্যায় স্থাপিত করিয়া নানাবিধ ভাবনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে যজ্ঞ স্থলে পাণ্ডুনন্দন ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধি-ষ্ঠিরের আজ্ঞা পালনার্থে যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল অনাথ, দরিদ্র ও দীনহীন জনকে বিতরণ করিয়া, স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বাটী প্রবেশ করিবার সময় রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া, দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, দ্বারবান্! মহারাজ যুধিষ্ঠির এক্ষণে কোথায় অবস্থিতি করিতে-ছেন? তখন প্রতীহারী প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল,

মহোদয়গণ! মহারাজ কিজন্য মৌনাবলম্বন করিয়া আপনাদিগের আগমনের পূর্ব্বেই শয়নাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রতীহারীর প্রমুখাৎ ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়া তাঁহারা রাজ-শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন। এবং দেখিলেন যে, রাজা শয্যার উপরি অধোবদনে অবিরত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছেন ও কাতর-স্বরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছেন। তদ্দর্শনে মহাবাহু ভীমসেন, প্রতাপশালী ধনঞ্জয়, দেবসদৃশ রূপবান নকুল ও সহদেব, চারি জনে অগ্রজের তদবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া মনোদুঃখে মগ্ন হইয়া, তাঁহার বদন অবলোকন করিতে লাগি-লেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে, ধনঞ্জয় অজেয় ভীমসে-নের প্রতি কহিলেন; হে মহাত্মন্ অগ্রজের এরূপ দুঃখিত ভাব অব-লোকন করিয়া তুমি কি কিছুমাত্র তাপিত হইতেছ না? আহা! তোমার সুশীলতা সম্পন্ন বাক্যসকল এক্ষণে কোথায় রহিয়াছে? এইপ্রকারে দুই সহোদরে কথোপকথন হইতেছে, এমত সময় রাজা যুধিষ্ঠির শোক সংবরণ পূর্ব্বক, অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভ্রাতৃদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ কি দেখিতেছ এবং কি শ্রবণ করিতে তোমাদিগের বাসনা হইতেছে? হা সুশীলস্বভাব ভ্রাতৃগণ! তোমরা অদ্যাবধি কি কিছুই জানিতে পার নাই যে আমাদিগের অক্ষয় কুরুকুল ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, এবং আমরাই কুলাপকারী হইব, তাহার কি কিছু-মাত্র বিন্দুবিসর্গও অবগত হও নাই। আমি তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

আমরা যখন সেই মহাযজ্ঞ মহাপ্রভাবে সমাধা করিতেছি; এমত সময় দেবর্ষি নারদ সেই সভায় আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং সভাগত মহীপালগণকে অবলোকন করিয়া; শিশুপাল-হন্তা কৃষ্ণের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টি করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নয়নজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সেই সময় আমি উক্ত যজ্ঞের

অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবার জন্য বেদকুশল ব্যাসদেব অমিতবুদ্ধি পিতামহ ভীষ্ম ও খুল্লতাত মহামতি বিদুর সন্নিধানে যাইয়া সবিশেষ জ্ঞাত করাতে, তাঁহারা আমাকে সমুদায় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, দেখ যুধিষ্ঠির! কিছুদিন পরে তোমাদিগের আত্ম বিরোধের দ্বারা পাণ্ডব ও যদু উভয় পক্ষের কুলক্ষয় হইবে। অতএব হে বৎস কৌন্তেয় তোমাকে আর অধিক কি জানাইব, তুমি দিব্যচক্ষু দ্বারা মনোমধ্যে সকলি অবগত আছ। আর সবিশেষ অধিক কি পরিচয় দিব। এই বলিয়া তাঁহারা তৎকালে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। পরে আমিও নিজ ভবনে আসিয়া, তৎচিন্তায় মগ্ন হইয়া এইরূপ মনোমধ্যে দগ্ধ হইতেছি। হে অনুজগণ! মহর্ষি নারদ যাহা মনোমধ্যে ভাবিয়াছেন, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পিতামহ ভীষ্ম, ও বুদ্ধিপ্রবীর খুল্লতাত বিদুর যাহা ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তৎসমুদয় তোমরা শ্রবণ করিলে। আমি তাঁহাদের বাক্য শ্রবণান্তে প্রাণান্ত করিতে স্থির নিশ্চয় করিয়াছি; কেন না আমিই যদি ভবিষ্যতে মদীয় বংশের বিনাশের হেতু স্বরূপ হইলাম, তবে আমার দিব্য মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া রাজ্যভোগে ও অতুল ঐশ্বর্য্যে কি সুখোদয় হইবে। আমার রাজ্যসুখ এক্ষণে জলবিম্বের ন্যায় হইয়াছে। তজ্জন্য আমি মনোমধ্যে এই স্থির করিয়াছি যে কাহারও প্রতি পরুষ-বাক্য প্রয়োগ করিব না। কি পৌরজন, কি অমাত্যগণ, কাহার সহিত কখন ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব না; এবং সকলকেই নিরীহভাবে আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া কালযাপন করিব। তাহা হইলে আর আমার কুলক্ষয়ের আশঙ্কা থাকিবেক না।

এইবাক্য শ্রবণান্তে ধনঞ্জয়, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, কহিলেন হে প্রভো! আপনকার এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া, আমি পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিলাম যে, কোন বিষম ঘটনা হইয়া থাকিবে। নতুবা আপনার

চিত্ত যে বিচলিত হইতেছে এ সামান্য কারণ বশতঃ নহে। যেমন গভীর জলধি কখন অল্প কারণে আকুলিত হয় না; আর যেমন সামান্য বায়ু সংযোগে হিমাচল কখন বিচলিত হয় না; ও বসুমতী যেমন বহু ভার ধারণ করিয়া, কখন তাহা বহন করিতে অস্বীকার করেন না; তদ্রূপ সমস্ত রাজ্যের সম্রাট্ হইয়াও ভবিষ্যতে কি ঘটনা হইবে সেই ভাবনা ভাবিয়া, সামান্য মনুষ্যের ন্যায়, আপনার এরূপ দশা প্রাপ্ত হওয়া অনুচিত। হা জগদীশ্বর! তোমার মহিমার সীমা করা কাহার সাধ্য। নতুবা রাজা যুধিষ্ঠির কতশত বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তি-দিগকে নিজ বুদ্ধি দ্বারা পরিত্রাণ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনিই ভবি-ষ্যতে কখন্ বিপদ্ হইবে এই ভাবিয়া নিরুপায় হইতেছেন। এ সকল আমাদিগকে স্বচক্ষে দৃষ্টি করিতে হইল। এই বলিয়া তিনি অগ্রজের সম্মুখে চলচিত্ত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে কাতর দেখিয়া কহিলেন, বৎস মহাবাহু ভীম, বৎস ধনুর্দ্ধরা-গ্রগণ্য ধনঞ্জয়, বৎস সুশীলস্বভাব মাদ্রীতনয়দ্বয়, তোমরা আর পরিতাপ করিও না। আমি তোমাদিগের বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা বিশ্রামার্থে স্ব স্ব ভবনে গমন কর। আমি অদ্য কিছু অসুস্থ আছি এক্ষণে বিশ্রাম করি, কল্য প্রভাতে সকলে একত্রিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিব। এই বলিয়া সকলকে বিদায় করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অগ্রজগণ গমন করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার স্থিরচিত্তে পূর্ব্ব ভাবনা সকল এক এক বার মনে করিয়া ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দিবাবসান হইল। দিনমণি অস্তাচলে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালের শোভা অতি রমণীয়। গগনমণ্ডলে মণ্ডলাকৃতি শশধর তারাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় রশ্মি বিস্তার পূর্ব্বক তিমির নাশ করিবার জন্য প্রকাশিত হইলেন। পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে বসিয়া শাবকগণে মিলিত হইয়া সুমধুর স্বরে প্রফুল্লচিত্তে পঞ্চতানে গান করিতে লাগিল। সতত সঞ্চরণশীল সুগন্ধ গন্ধবাহ সহযোগে চতুর্দ্দিক হইতে নানা প্রকার কুসুমের সৌরভ আসিতে লাগিল। আহা! সে সময়ের যেরূপ শোভা হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তৎকালের সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া সকল ব্যক্তিই সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন।

এই প্রকার সুস্নিগ্ধ সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময় সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী নিদ্রাদেবী তাঁহার নেত্রোপরি আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। তখন তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আপনাদিগের, আদি, অন্ত, কার্য্য সমস্ত মানসিক চিন্তাদ্বারা জল্পনা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি পরাৎপর পরমাত্মা পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, মনে করিতে লা[illegible]লেন আহা! জগদীশ্বরের কি অপার মহিমা, তাঁহার কৌশলের সীমা [illegible]রা প্রাণিগণের অসাধ্য। তাঁহার সকলই অলৌকিক কার্য্য,

তিনি সকল বিষয়েরই আদি ও অন্ত। দেখ তাঁহা হইতে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। আবার সেই পরমাত্মা জগৎপতির ইচ্ছায় সমস্ত বস্তুই তাঁহাতে বিলুপ্ত হইতেছে। এই হেতু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁহাকে পরব্রহ্ম রূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান, ও সর্ব্বব্যাপী; তিনি সকলের হৃদয় মন্দিরে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান থাকিয়া সমস্ত জগৎ কার্য্য অবলোকন করিতেছেন। তাঁহার অজ্ঞাত-সারে কাহার কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব আমি সেই করুণাময় বিশ্বকর্ত্তার চরণে নমস্কার করি।

এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠির নিদ্রাবেশে জগদীশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে-ছেন, এমত সময়ে এক দেবী মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন তিনি অকস্মাৎ দেবীকে দর্শন করিয়া ভক্তিরসে আর্দ্র হই-লেন। এবং দেবীর সন্নিধানে বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন, হে দেবি! আমার আদ্যোপান্ত সমুদায় অবস্থা আপনার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আহা, এক্ষণে আমার পূর্ব্বের কথা সকল স্মরণ হইল। যৎকালীন আমার পিতা সেই মহামতি নরপতি পাণ্ডু কলেবর পরিত্যাগ করেন, তখন আমরা অতি শৈশব, এবং যদিও আমাদিগের উত্তম রূপে জ্ঞান উদয় হয় নাই, তথাপি পিতৃবিয়োগ শোকে আমাদের শরীর জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল। আমাদের জননী যখন সকাতরে ক্রন্দন করিতেন তখন তাঁহার সজল নয়ন ও বিরস বদন অবলোকন করিয়া আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় তৎসন্নিধানে আসিয়া তদনু-যায়ী শোক প্রকাশ করিতাম। তৎকালে আমাদিগের সেই দুঃখ মোচন করে, এমন ব্যক্তি সেস্থানে কেহই ছিলেন না। সেই সময়ের কথা আমার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মনোমধ্যে উদয় হইতেছে। হে দেবি! সে সকল কথা ত্বদীয় সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কতিপয় তেজঃপুঞ্জ মহর্ষি আমাদের আবাসে আগমন করিয়া স্নেহের সহিত সম্বোধন পূর্ব্বক আমার জননীকে আহ্বান করিয়া

কহিলেন; কুন্তী দেবি! আর ক্রন্দন করিওনা, গাত্রোত্থান কর, মহামায়ায় মুগ্ধ হইয়া অকারণে শোকের বশীভূত হইও না। দেখ সংসারের গতিই এইপ্রকার। কিছু দিন পূর্ব্বেই হউক, কিম্বা কিয়দ্দিবস পরেই হউক, ক্রমে ক্রমে সমস্ত জীবগণকে করাল কাল-কবলে নিপতিত হইতে হইবে। অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শোক সম্বরণ কর, আর ক্রন্দন করিও না। যদি তোমার হস্তিনায় যাইতে অভিলাষ হয়; তবে আমরা তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন করি। বৎসে রাজকুলবধূ পাণ্ডুপ্রাণেশি! তোমার অভিলাষ কি? তখন জননী আমার সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অঞ্চলের দ্বারা অশ্রু মোচন করিয়া মহর্ষিদিগের নিকট কহিলেন, হে মহোদয়গণ! আপনাদের আগমনেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। যদি আমাদিগকে কৃপা করিয়া হস্তিনানগরে লইয়া যান তবে আমরা চরিতার্থ হই। তাপসগণ আমার মাতার কথা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া গমনোদ্যোগী হইলেন। জননী আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহর্ষিদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

এই রূপে সকলে একত্রিত হইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনায় গমন করিতে লাগিলেন। স্বল্পদিবসের মধ্যে আমরা তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে কুরু-জাঙ্গলে পঁহুছিলাম, অগ্রে মহর্ষিগণ, পশ্চাতে জননী সহিত আমরা রাজদ্বারে উপনীত হইলাম। দ্বারবানেরা তাপসগণকে আগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমন পূর্ব্বক তাপসগণের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিল। তাপস গণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে সভাসদ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মতিমান্ বিদুর, ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র, এবং অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ মধ্যে দেবী সত্যবতী যশস্বিনী কাশীর দুহিতা ও মহিষীগণের সহিত গান্ধারী নির্গত হইলেন। এই প্রকারে সকলে মিলিত হইয়া দ্বারস্থিত তাপসগণের নিকট আসিয়া নতশিরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

কুরুকুলাগ্রগণ্য ভীষ্মদেব যথোচিত রূপে মহর্ষিগণের চরণ বন্দন করিলেন। মহর্ষিগণ পরম পরিতুষ্ট চিত্তে জয়াশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর তাপসগণের মধ্যে একজন বৃদ্ধোত্তম জটাজিনধারী সহসা উত্থিত হইয়া ভীষ্মদেবের প্রতি কহিলেন হে ধর্ম্মপ্রবীর গাঙ্গেয়! কৌরবগণের সাম্রাজ্যের অধিকারী পাণ্ডু নামে যে নরপতি স্বীয় রাজ্যভোগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, ভার্য্যাদ্বয় সহিত শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিয়া, জগদীশ্বরের আরাধনায় সতত অনুরক্ত ছিলেন, সাধনা ক্রমে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম হইতে কুন্তী-গর্ভে দেব সদৃশ রূপবান্ তাঁহার এই বালকটী আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহাঁর নাম যুধিষ্ঠির। আর এই যে গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি বলযুক্ত বালকটীকে দেখিতেছেন ইহাঁর নাম ভীমসেন। ইনি ভগবান পবনদেব হইতে কুন্তীগর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন। এবং এই যে নীরদ-নীল আভা যুক্ত শিশুটী দণ্ডায়মান আছেন ইনিও কুন্তীগর্ভে অমরগণ-পূজিত দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে সম্ভূত। দেখ গাঙ্গেয়! এই যে অল্পবয়স্ক সমান আকৃতি রূপবান্ বালকদ্বয়কে দৃষ্টি করিতেছ, এই দুই শিশু মহারাজ পাণ্ডুর কনিষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে উৎপন্ন। অতএব হে কুরুকুলাগ্রগণ্য ভীষ্ম তুমি মদীয় সান্নিধানে ইহাদের জন্ম বিবরণ শ্রবণ করিলে। আর এক কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। নরাধিপ ধর্ম্মপ্রতিপালক মহারাজ পাণ্ডু এই সকল লক্ষণ যুক্ত পুত্রগণকে লাভ করিয়া তথায় পরম সুখে বাস করিতেছিলেন। দৈবায়ত্ত এক মুনির অভিসম্পাতে, অদ্য সপ্ত দিবস, তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণী মাদ্রী, প্রজ্বলিত বৈশ্বানর মধ্যে পতি সহিত ভস্মসাৎ হইয়া, সেই প্রাণেশ সমভিব্যাহারে মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। অতএব হে পাণ্ডবকুল-শুভানুধ্যায়ী ভীষ্ম! এক্ষণে তাঁহাদিগের পারলৌকিক ক্রিয়া যাহা করিতে হয় তৎসমুদয় প্রযত্ন সহকারে সমাপন কর। আর

এই পতিবিহীনা পতিব্রতা কুন্তী দেবীকে লইয়া তোমরা সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। এই প্রকার বলিতে বলিতে ক্ষণ কাল মধ্যে তাপসগণ অন্তর্ধান হইয়া অদৃশ্য হইলেন।

তৎপরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর, পিতামহ ভীষ্ম, ও অন্তঃপুর-বাসিনী মহিষী-গণ সকলে মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু শ্রবণানন্তর সাতিশয় শোক-ব্যাকুলিত চিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। দেখ দেবি; আমরা তৎকালে সেই সকল দর্শন করিয়া বালকতা প্রযুক্ত জননীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাতঃ ইহাঁরা কে গা? আমাদিগের পিতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক কেন ইহাঁরা শোক প্রকাশ করিতেছেন?

তৎশ্রবণে জননী মৃদু স্বরে আমাদের প্রতি কহিলেন; হা বৎস যুধিষ্ঠির, হা বৎস ভীম, হা বৎস অর্জ্জুন, হা বৎস পিতৃ মাতৃ হীন মাদ্রীতনয় দ্বয়! তোমরা বালকতা-প্রযুক্ত অদ্যাবধি ভাল মন্দ কিছুই জানিতে পার নাই। বিশেষতঃ এস্থলে তোমরা এক বারও আগমন কর নাই, কি প্রকারেই বা অবগত হইবে। আমি তোমাদিগের নিকট সমুদয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। এই যে মহামান্য মহানুভবকে সম্মুখে দেখিতেছ, ইনি কৌরবকুলাগ্রগণ্য পাপস্পর্শশূন্য, ইহাঁর নাম ভীষ্ম দেব। ইনি তোমাদিগের পিতামহ। আর এই যে শান্তস্বভাব, শান্তনু-নন্দনের নিকট দণ্ডায়মান আছেন এই মহানুভব তোমাদের খুল্লতাত। এই যশোধনের নাম বিদুর। আর এই যে রাজবেশ-ধারী নরাধিপকে দেখিতেছ ঐ মহানুভব সকল রাজাকে পরাভব করিয়া, পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতেছেন; ঐ রাজর্ষি তোমাদিগের জ্যেষ্ঠ তাত। আর ঐ প্রাচীর সন্নিকটে শ্বেতাম্বুজের ন্যায় জ্যোতিঃ শুদ্ধ-চারিণী যে বৃদ্ধোত্তমাকে দেখিতেছ ঐ মনস্বি মহর্ষি বেদব্যাসের জননী। আর যে সকল মহিলাগণকে দৃষ্টি করিতেছ উহাঁরা সকলই আমাদের আত্মীয়, তৎসমুদয় তোমরা পশ্চাতে অবগত হইবে। অতএব হে বৎসগণ এই সকল মহানুভবের

নাম এবং ঐ সকল মহিলার পরিচয় তোমরা শ্রবণ করিলে। এক্ষণে তোমরা পঞ্চ ভ্রাতায় ঐ যশোধনদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হও।

এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে এমত সময় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের নিকট আসিয়া, মহামতি বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন হে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বিদুর! তুমি ধর্ম্ম-বিধানানুসারে রাজসিংহ পাণ্ডু ও পতিব্রতা মাদ্রীর শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে উদ্যোগী হও এবং বিবিধ প্রকার ধাতু সংযুক্ত বস্তু ও নানা প্রকার উত্তম বস্ত্র সকল আয়োজন করিয়া, যাহার যত অভিলাষ হয়, দান কর।

রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্রেই বিদুর তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে লইয়া ভীষ্ম-দেব সমভিব্যাহারে জাহ্নবী তীরে গমন করত, বেদ-বিধানানুসারে স্বর্গীয় পিতা পাণ্ডুর ও মাদ্রী দেবীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপনানন্তর গৃহে আসিয়া, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতি বর্গকে ভোজন করাইলেন। এই প্রকারে সেই সকল কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পর, তাঁহারা সকলে স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। আমরাও পৈতৃক ভবনে থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম বৃদ্ধি ও নানা প্রকার বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া গুরুজনদিগের নিকট আদরণীয় হইতে লাগিলাম।

আমরা যখন হৃষ্ট-চিত্তে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র-গণের সহিত বাল্যক্রীড়া করিতাম, তৎকালে তাহাদিগের অপেক্ষা সমস্ত ক্রীড়াতেই আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় শ্রেষ্ঠ হইতাম। তাহারা তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষ-পরবশ হইয়া, কিপ্রকারে আমাদিগকে পরাভব করিবে এই বাসনায় সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু ভ্রাতা আমার ভীমসেন তাহাদিগের সহিত কৌতুক করিবার জন্য একাকী যে সব নিগ্রহ দিতেন, তাহারা সেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিত। আবার সেই সময় মহাবাহু ভীমসেন তাহাদের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক হয়ত কিঞ্চিৎ দূর টানিয়া লইয়া যাইতেন নয়ত কাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঘূর্ণিত

করিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিতেন। এই সকল অসহ্য যাতনা তাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিত। তদ্দর্শনে তিনি পরিহাস করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেন। কোন কোন সময় ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা বৃকোদরের অজ্ঞাতসারে যখন ফল চয়ন করিতে যাইত; অজেয় ভীমসেন গোপনীয় ভাবে সে সমুদায় অনুসন্ধান করত তথায় উপস্থিত হইতেন। তদ্দর্শনে তাহারা ব্যস্ত সমস্ত চিত্তে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিতে চেষ্টা পাইত। ভীমসেন বলপূর্ব্বক বৃক্ষে পদাঘাত করিতেন। সেই আঘাতে বৃক্ষ সকল কম্পিত হইত। এবং বৃক্ষস্থিত বালকগণ কম্পিত বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, ফল সহিত বৃক্ষতলে পতিত হইত। হয়ত কাহারও হস্ত পদ ভগ্ন হইত; কাহারও বা নাসিকা ও গাত্রচর্ম্ম সকল ক্ষত বিক্ষত হইত। এই রূপে তাহারা ভীমসেনের ভয়ে গৃহে পলায়ন করিত। কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। ফলতঃ ভীমসেন যে, কোন অনিষ্টাচরণ করিবার মানসে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে যন্ত্রণা দিতেন এমত নয়, কেবল বালকতা প্রযুক্ত কৌতুকার্থে তাহাদের নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তাহাতে ক্রূরস্বভাব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা দুঃসহ বোধ করিয়া তৎকালে ভীমসেনকে বিনষ্ট করিবার জন্য বিবিধ প্রকার কৌশল করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতসঙ্কল্প হইতে পারে নাই। হে দেবি! সেই প্রধান পাপাত্মা দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি আমার মনে হইলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সেই নৃশংস দুর্য্যোধন এক দিবস কুমন্ত্রণা স্থির করিয়া, জল-বিহারার্থে আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইল। তথায় ছলনা ক্রমে জলক্রীড়া করিতেং, কৌশল ক্রমে খাদ্য দ্রব্য সংযোগে বিষ মিশ্রিত করিয়া, ভীমসেনের প্রাণ নাশের বাসনায় সেই পাপাত্মা, বৃকোদরকে তাহা ভক্ষণ করাইয়াছিল, কিন্তু করুণাময় জগদীশ্বরের কৃপায় সেই বিষম বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া,

দুরাচার নররাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ছিলাম। আর জননী আমার তদ্বিষয় অবগত হইয়া কতই ক্রন্দন করিয়া ছিলেন, সরলস্বভাব বিদুর, প্রবোধ বাক্যে আশ্বাস দিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়া ছিলেন।

সেই ঘটনাবধি বিদুর আমাদিগকে প্রযত্ন সহকারে অতিশয় সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। আহা, সেই মহোপকারী খুল্লতাত মহোদয়ের চরণদ্বয়ে নমস্কার করি। হে দেবি, সেই শুভাকাঙ্ক্ষি বিদুরের সন্নিধানে তৎকালে আমরা সতত অনুগত থাকিলাম।

এই প্রকারে কিছুদিন গত হইলে পর, একদা পিতামহ ভীষ্ম আমাদের পঞ্চ ভ্রাতাকে এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে, ধনুর্ব্বিদ্যার ও যুদ্ধের প্রণালী সকল শিক্ষা দিবার জন্য, মহামুনি ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণাচার্য্যের হস্তে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মুনিনন্দন আমাদিগকে পাইয়া আহ্লাদিত চিত্তে কহিলেন বৎসগণ! আমি তোমাদিগকে উত্তম নিয়মে এবং সাধ্যানুসারে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ধনুর্ব্বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিব, কিন্তু পরিশেষে তোমাদিগকে আমার একটী অভিলষিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। অতএব তোমাদিগের মধ্যে কোন্ বালক এমন সাহসী আছে, যে মদীয় প্রস্তাব সমাধা করিতে স্বীকৃত হইবে, তাহা স্থির চিত্তে নিশ্চয় করিয়া সম্মতি প্রদান কর। আমরা তৎকালে তৎ শ্রবণান্তে সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন হে গুরো আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহা অতি দুঃসহ হইলেও আমি অবশ্যই তৎসমুদয় প্রতিপালন করিব তাহাতে সন্দেহ নাই। আচার্য্য দ্রোণ, ধনঞ্জয়-বাক্যে ধন্য বাদ প্রদান পূর্ব্বক, আহ্লাদ সহকারে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর বীর্য্যশালী দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে সুচারুরূপে দিব্য ও মানবীয় নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশিক্ষার দ্বারা ত্বরায় তদীয় সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিখ্যাত হওয়াতে,

নানা দেশ হইতে শিক্ষার্থে রাজনন্দনগণ আগমন করিতে লাগিলেন। তিনি যত্ন সহকারে সমস্ত শিষ্যগণকে প্রথানুসারে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত শিষ্যের মধ্যে অর্জ্জুন ভুজবলে ও উদ্যোগে, ধনুর্ব্বেদ এবং লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক শিক্ষাতে দ্রোণাচার্য্যের সমতুল্য হইলেন। এই প্রকারে কিছু দিন গত হইলে, এক দিবস আচার্য্য দ্রোণ আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পিতামহ ভীষ্মদেবের সন্নিধানে ও সভাগত অন্যান্য মহীপালগণের সমক্ষে পরীক্ষার নিপুণতা প্রদর্শন করাইয়া, স্থানান্তর নিবাসী শিষ্য সকলকে বিদায় করিলেন। আমরাও সকলে ভক্তি সহকারে গুরুচরণে প্রণাম করিলাম। পরে আমাদিগকে সাদর সম্ভাষণ ও নানা প্রকার আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তখন তিনি স্বীয় কার্য্য উদ্ধারার্থে আমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন বৎসগণ! তোমরা এক্ষণে আমার পূর্ব্ব অঙ্গীকার উদ্ধারার্থে যত্নবান হও। আমি তোমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া পাঞ্চালাধিপতি দ্রুপদ রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। অতএব হে শিষ্যগণ তোমাদিগের অভিপ্রায় কি? আমরা গুরুবাক্য শ্রবণান্তে আনন্দিত হইয়া গুরুসহ দ্রুপদ রাজার রাজধানীতে যাইতে উদ্যোগী হইলাম। গুরুদেব তদ্দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইয়া আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক দ্রুপদ রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। আমাদিগকে সহায় করিয়া নানা প্রকার উপদ্রব করাতে দ্রুপদ রাজা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমতঃ আমাদের সহিত রাজার তুমুল সংগ্রাম হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় বল প্রদর্শনানন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে রাজাকে পরাজিত ও ধৃত করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট আনয়ন করিলেন। ভরদ্বাজনন্দন তদ্দৃষ্টে অর্জ্জুনকে ধন্যবাদ প্রদান ও সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। রাজা দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন;

মহাশয় আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি পূর্ব্বে না জানিয়া আপনকার অপমান ও অনাদর করিয়াছিলাম। অতএব হে পরম কারুনিক আপনি আর আমার প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন না। আমি ভবদীয় আজ্ঞানুবর্ত্তী। এক্ষণে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আমাকে অভয় প্রদান করুন।

দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদকে শরণাগত দেখিয়া, জিত রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। আচার্য্য স্বীয় কার্য্য সমাধানন্তর আমাদিগকে স্বদেশে আসিতে আদেশ করিলেন। আমরা গুরুচরণে প্রণাম করিয়া এবং সকলে একত্রিত হইয়া দ্রুতগামী যানে আরোহণ পূর্ব্বক অতি সত্বরে স্বীয় ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গুরুজনেরা দ্রোণাচার্য্যের জয় লাভ শ্রবণান্তে পরম আনন্দিত হইয়া স্নেহের সহিত আমাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। আমরাও সকলে তাঁহাদিগকে অভিবাদনের দ্বারা নানা প্রকারে সন্তোষিত করিলাম। অতঃপর আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় একত্রিত হইয়া পরম সুখে সৌহৃদ্যভাবে জননী-সন্নিধানে রাজভবনে থাকিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

এই প্রকারে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে পর, একদা পিতামহ ভীষ্ম, যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার মানসে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া জ্যেষ্ঠতাত রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং রাজ সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন বৎস ধৃতরাষ্ট্র ত্বৎকনিষ্ঠ বিক্রমশালী পাণ্ডু শতশৃঙ্গে দেবারাধনার পুণ্য বলে দেবসদৃশ রূপবান, ইন্দ্র সদৃশ বলশালী, বসুমতী সদৃশ ধৈর্য্যশালী, বৃহস্পতি সদৃশ বুদ্ধিমান, সিংহ সদৃশ প্রভাবান্বিত সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত পুত্র লাভ করিয়া, দৈবায়ত্ত, এক তাপসের অভিসম্পাতে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই যশোধনের কীর্ত্তিস্বরূপ এই যে ধর্ম্মপ্রতিপালক যুধিষ্ঠিরকে দৃষ্টি করিতেছ, ইনি অতি ধৈর্য্য-

শালী, ক্ষমাবান, অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান এবং সকলকার প্রতি সমান স্নেহ প্রকাশ করেন। ভৃত্যের প্রতি অনুকম্পা ও স্থির সৌহৃদ্য গুণে সম্পন্ন অনৃশংস, ক্রূরের প্রতি সিংহসম, দীন হীনের প্রতি দয়াবান, বিদ্যার প্রতি অনুরাগী, প্রজাদিগের প্রতি পিতা সম, সত্যের প্রতি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায়, এবং ইনিও ধর্ম্ম হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব হে বৎস ধৃতরাষ্ট্র আমার মতে এই যৌবনপ্রাপ্ত বুদ্ধিপ্রবীণ যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা বিধেয়। কিন্তু তোমাদিগের অভিপ্রায় কি তাহা বলিতে পারি না।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পিতামহ ভীষ্মের প্রমুখাৎ এই সকল বাক্য শ্রবণান্তে আনন্দিত হইয়া, তদীয় সন্নিধানে নিবেদন করিলেন, হে মহাত্মান্ কুরুকুলাগ্রগণ্য রাজর্ষি রাজকুলশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয়! আপনি যাহা অনুমতি করিলেন তৎসমুদায় আমি শিরোধার্য্য করিলাম। আমি ভবদীয় আজ্ঞানুবর্ত্তী, আপনার আজ্ঞাতে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। আপনি প্রসন্ন হউন, আমি অবিলম্বে অমিতবুদ্ধি বৎস যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি, তদ্বিষয়ে কোন অন্য মত নাই। দেখ দেবি; তৎকালে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত চিত্তে মহামতি বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ধর্ম্মপ্রতিপালক বিদুর! তুমি বেদ-বিধানানুসারে যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত কর। তৎশ্রবণে বিদুর সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে যে আজ্ঞা বলিয়া রাজনিয়মানুসারে আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। আমি গুরুজন-দত্ত রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া যথানিয়মে, ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের বাহু বলে, সমস্ত প্রজামণ্ডলে নিরুদ্বেগে রাজসম্বন্ধীয় কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। এবং সুনিয়মে ক্রমে ক্রমে পরাক্রমের দ্বারা স্বীয় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও সীমা বৃদ্ধি করিতে লাগিলাম। সমস্ত প্রজাগণ আমার আত্মবশে আসিতে লাগিল।

আমাদিগের এই প্রকার উন্নতি দর্শনে ক্রূরমতি দুর্য্যোধন ক্রূরতা করিয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে গমন করত বিবিধপ্রকার অভিযোগ-

দ্বারা আমাদিগকে দূষিত করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল রাজা পুত্রপ্রমুখাৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া দুঃখিত ও চিন্তাকুলিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বের সাধুভাব ক্রমশঃ নিতান্ত দূষিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং চেষ্টিত হইয়া নানাপ্রকার কুমন্ত্রণা ও অসৎ উপায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি রাজশাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিবিশারদ প্রধান অমাত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন হে শাস্ত্রকুশল মন্ত্রী আপনাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি আপনি সেই সকল অর্থের মর্ম্ম আমার নিকট ব্যক্ত করুন। হে অমাত্য, স্বর্গীয় পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং তিনি যেরূপ প্রভাবে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন তদ্দর্শনে আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অতএব কি প্রকারে তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিব, কিম্বা কোন অভিসন্ধি দ্বারা আত্মবশে আনিয়া নিগ্রহ করিব। এই অভি-সন্ধির সন্ধান আপনি ত্বরায় আমার নিকট ব্যক্ত করুন। অনন্তর নীতিশাস্ত্রবিশারদ রাজমন্ত্রী মন্ত্রণা শ্রবণান্তে নানাপ্রকার হিতোপ-দেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারাজ অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও সামান্য লোভ সম্বরণ করিতে সক্ষম হইতেছেন না; হে অন্যা-য়াচারিন্ স্বীয় হৃদয়মন্দির হইতে ক্রোধ একবারে পরিত্যাগ করুন; নতুবা এ দুষ্ট অভিসন্ধি কালসর্প হইয়া আপনাকেই দংশন করিবে। হে রাজ্যোৎকৃষ্ট ধৃতরাষ্ট্র ধৈর্য্য তুল্য মিত্র আর ত্রিভুবনে নাই। আপনি সৎকুলোদ্ভব হইয়া কুলের হিংসা করিতেছেন! আহা! অক্ষয় পাণ্ডব কুলকে কেন একবারে নির্ম্মূল করিবেন। মহারাজ, ভবদীয় আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবগণ রাজ্যভোগ করিতেছেন, আর সেই পঞ্চপাণ্ডব আপনার সহায় থাকিলে এই অবনীমণ্ডল মধ্যে কেহই আপনার উপর অনিষ্টাচরণ করিতে সাহসী হইবে না। মহারাজ আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। হে বুদ্ধীশ্বর আপনি বুদ্ধিদ্বারা দুষ্ট রিপুগণের দণ্ডবিধান করুন। দুরাচার লোভের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন

না। হে জননাথ, ত্রেতাযুগে লঙ্কেশ্বরের লোভ প্রযুক্ত তাঁহার যেরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাত আপনি পণ্ডিতগণের আস্যে শ্রবণ করিয়াছেন। হে বেদব্যাসনন্দন! মহর্ষি বেদব্যাস এই সকল কথা শ্রবণ করিলে কি বলিবেন। অতএব হে নরনাথ ইতর নরের ন্যায় নৃশংস ব্যবহার করিবেন না। যে সকল মহীপাল প্রজাপালন করেন তাঁহাদিগের এরূপ অনিষ্টাচরণ করা কোনপ্রকারে উচিত নহে। হে প্রজারঞ্জন নৃপতে নিয়মিত কার্য্য সকল সর্ব্বদা ব্যবহার করুন। আপনি বৃদ্ধবয়সে কেন কলঙ্ক উপার্জ্জন করিবেন. সদ্ব্যবহার অবলম্বন করুন। পাণ্ডবগণ আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবে। মহারাজ আমারু যথাসাধ্য আপনাকে উপদেশ প্রদান করিলাম। এক্ষণে আমি স্বস্থানে চলিলাম, আপনি পুত্রদিগের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া যাহা শ্রেয়ঃ হয় করিবেন। এই বলিয়া তিনি গৃহে গমন করিলেন।

এদিকে নররাক্ষস দুর্য্যোধন, সূতপুত্র কর্ণ ও দুঃশাসন এবং দুর্ম্মতি শকুনি ইত্যাদিগকে লইয়া দুষ্ট মন্ত্রণা স্থির করিয়া, অস্থিরবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিলেন। এবং কৌরব ভূপতির সহিত তৎকালে এই কুমন্ত্রণা স্থির করিলেন; যে আমাদিগকে কোন কৌশল ক্রমে বারণাবতে প্রেরণ করিয়া অগ্নিদ্বারা আমাদিগের প্রাণবিনাশ করিবেন। এই দুষ্ট অভিপ্রায় ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহামতি বিদুর জানিতে পারিয়া আমাদের নিকট আসিয়া সেই পামরগণের কুমন্ত্রণা ও সদুপদেশক রাজমন্ত্রীর উপদেশ বৃত্তান্ত সকল কীর্ত্তন করিলেন। দেখ দেবি; যে সমুদায় আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম, তৎসমুদয় আমরা সেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মা খুল্লতাত মহোদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়া ছিলাম। দেবি! সেই মহানুভবের সাহায্য ও আমাদের যে সকল সংঘটন হইয়াছিল, তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ধীমান্ বিদুর আমাদের পরিত্রাণের জন্য একখানি উত্তম অর্ণবযান প্রস্তুত করিয়া বারণাবত নগরের প্রান্তভাগে যে প্রশস্ত নদী আছে সেই

নদীর পুলিন দেশে সংস্থাপিত করিয়া, আমাদিগকে কহিলেন বৎস পঞ্চ পাণ্ডুতনয়, দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ যে বিষম বিপদ উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে তোমাদের সকলকার প্রাণ নাশের আশঙ্কা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট যে সমস্ত সৎপরামর্শ প্রদান করিতেছি এই যুক্তি যেন কোন প্রকারে প্রচার না হয়। সেই দুরাত্মারা বারণাবতে পুরোচন দ্বারা এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। উক্ত গৃহে তোমাদিগকে কোন ছলনা ক্রমে প্রেরণ করিবে। এবং তোমরা সেইগৃহে অবস্থিতি করিলে পর রজনীযোগে দুষ্ট পুরোচন যাইয়া অগ্নি প্রদান করিবে। অতএব হে পৃথানন্দন আমি এক সৎ মন্ত্রণা ত্বদীয় সন্নিধানে ব্যক্ত করিতেছি অবধান কর। তোমরা যৎকালীন সেইস্থানে গমন করিবে আমি সেই দিবস এক উত্তম খননকারীকে তথায় প্রেরণ করিব। খনক সেই জতুগৃহের মধ্যহইতে নদীর পুলিনদেশ পর্য্যন্ত প্রশস্ত সুড়ঙ্গ করিয়া রাখিবে। তোমরা সেই সুড়ঙ্গদিয়া পুলিনদেশে আসিয়া তরণী সহযোগে নদীপার হইয়া ছদ্মবেশে কিছুদিন স্থানান্তরে বাস করিও।

খুল্লতাত বিদুর মহাশয়ের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণান্তে জননী আমার সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, তাইত, আবার একি বিষম বিপদ উপস্থিত হইল। আমি মনোমধ্যে ভাবিয়া ছিলাম; যে আমাদের দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু জগদীশ্বর যে শাণিত অস্ত্র লইয়া আমাদের পশ্চাৎ২ বিচরণ করিতেছেন তাহা স্বপ্নেও জানিনা। হা জগৎপতি জগদাত্মন্! এই পতিবিহীনা নারী-প্রতি একবারে কি দয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, না এই জগৎমধ্যে যাতনা দিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। হে হৃষীকেশ আমি এই পঞ্চ বালককে লইয়া অনাথিনীর ন্যায় কোথায় যাইব। এই বিষম বিপদ হইতে কোন্ মহানুভব আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। যদি আমি মহারাজ পাণ্ডুর চিতাগ্নিতে তৎকালে প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে আমাকে এই

বিষম বিপদে নিমগ্ন হইতে হইত না। হা সাধ্বী-সতী মাদ্রী, তুমি এক্ষণে কোথায় অবস্থিতি করিতেছ, তোমার যমজ পুত্রদ্বয়কে রক্ষা কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন কুমন্ত্রণা স্থাপন করিয়া তোমার ও আমার সর্ব্বনাশ করিতে অভিলাষ করিয়াছে। তুমি প্রাণ পরিত্যাগ-কালীন তোমার দেবসদৃশ রূপবান পুত্রদ্বয়কে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলে। কিন্তু আমার সে ধর্ম্ম এখন কোথায় রহিল। আর আমি যখন এই দেবতা সদৃশ সুন্দর পুত্রগণকে লাভ করিয়াছিলাম, তৎকালীন দেবলোক হইতে এই দৈববাণী হইয়াছিল "কুন্তীদেবী! তোমার মনোদুঃখ দূর হইল, তুমি এই সকল পুত্র দ্বারা পরম সুখে জীবন যাপন করিবে।" এক্ষণে সে আশা আমার তিরোহিত হইল। এই বলিয়া তিনি তৎকালে অবিরত রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে খুল্লতাত বিদুর আমার জননীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন এক্ষণে শোক করিবার সময় নহে। কারণ, এই সমস্ত ঘটনা দুরাত্মারা শ্রবণ করিলে অতিশয় দুর্ঘটনা উপস্থিত করিবে। অতএব তুমি ধৈর্য্যশালিনী হও। আমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি। আর যে সমুদয় সংক্ষেপে তোমাদিগকে হিতোপদেশ প্রদান করিলাম, দুর্ভাবনা বশতঃ বিস্মৃত হইও না। এই বলিয়া তিনি গমন করিলেন।

তদনন্তর একদা সেই দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগকে বারণাবতে যাইতে আদেশ করিলেন। আমরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে ভগবানকে স্মরণ করিয়া তথায় গমন করিলাম। দৈবায়ত্ত আমরা এক দিবস সকলে রজনীযোগে পুরোচন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহে নিদ্রাগত আছি। সেই দিবসে এক নিষাদ-ভার্য্যা তাহার পঞ্চ পুত্রকে লইয়া আমাদের আবাসে আসিয়া গুপ্তভাবে শয়ন করিয়াছিল, তাহা আমরা সবিশেষ কিছুই অবগত নহি। এবং সেই দুষ্ট পুরোচনও আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য সেই রজনীতে আমাদিগের গৃহে আসিয়া

নিদ্রা যাইতেছিল। এমত সময় অজেয় ভীমসেন সেই দুষ্ট অভি-সন্ধি বুঝিতে পারিয়া গোপনভাবে প্রদীপ্ত অগ্নি দ্বারা সেই গৃহ প্রজ্বলিত করিয়া, আমাদিগকে জাগরিত করিলেন। কিন্তু তৎকালীন আমরা নিদ্রাবস্থায় ছিলাম বলিয়া, বলপূর্ব্বক জননী সহিত আমাদি-গকে পৃষ্ঠে লইয়া খনন-নির্ম্মিত প্রশস্ত সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নদীর পুলিন দেশে উপস্থিত হইয়া, বিদুর দত্ত অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া, অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন।

এদিকে সেই গৃহমধ্যে দুরাত্মা পুরোচন, ও নিষাদী পঞ্চপুত্র সহিত ভস্মীভূত হওয়াতে, দুষ্ট-অভিসন্ধি-দর্শী, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা নিশ্চয়ই বোধ করিয়াছিল যে কুন্তীদেবী পঞ্চ পুত্র সহিত অগ্নিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে তৎকালে বুদ্ধিবিশারদ বিদুরের সুপরামর্শানুসারে যে প্রকার কৌশলে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া-ছিলাম, তাহার বিন্দু বিসর্গ কেহ জানিতে পারে নাই।

দেখ দেবি! এদিকে আমরা বিদুরদত্ত-তরণী সহায় করিয়া পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন আমাদিগকে যেরূপে বহন করিয়া ছিলেন এবং আমাদিগকে ভূতলশায়ী দেখিয়া যে প্রকার পরিতাপ করিয়া ছিলেন, সে সমস্ত ত্বদীয় সন্নিধানে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমরা সকলে একত্রিত হইয়া সেই মহারণ্যে প্রবেশ করিলে পর, একে শ্রান্ত, তাতে নিদ্রাযুক্ত, বিশেষতঃ রজনীযোগে পথ সকল কিছুই দৃষ্টি না হওয়াতে, ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে কহিলাম, দেখ ভ্রাতা এই জনশূন্য অরণ্যে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, কোন প্রকা-রেই পথ নিদর্শন করিতে সক্ষম হইতেছি না, তৃষ্ণায় আমাদিগের কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, গমন-বিষয়ে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি। অ এব হে ভারত তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও বায়ুর ন্যায় দ্রুত-গামী, সে জন্য ত্বদীয় সন্নিধানে সকাতরে কহিতেছি যদি পূর্ব্বকার মত

সাহায্য প্রদান কর তবে তোমার অজেয় বাহুযুগল আশ্রয় করিয়া গমন করি, নতুবা আমরা অপারক। মহাবাহু বৃকোদর তৎশ্রবণানন্তর জননী সহিত আমাদিগকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গমনকালে তদীয় দুর্জয় বেগভরে, বৃক্ষ সকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অরণ্যবাসী হিংস্র জন্তুগণ, ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে আমাদের যে সকল স্থান দৃষ্টিগোচর হয় নাই; সেই বলশালী ভীমসেনের গতি দ্বারা বৃক্ষ পতন হওয়াতে সে সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তৎকালে বনমধ্যে এরূপ নির্ঘোষ হইতে লাগিল যেমত বৃহদাকার মত্ত মাতঙ্গগণ ক্রোধে মত্ত হইয়া বনমধ্যে দ্রুত বেগে দ্রুম সকল ভগ্ন করে; তদ্রূপ সেই মারুত-বেগগামী মহাবীর বৃকোদরের গমনকালে কানন-মধ্যে মহা ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। আমরা তদ্দর্শনে নয়ন মুদ্রিত করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠ-দেশে রহিলাম।

ভ্রাতা আমার এই প্রকারে গমন করিতে করিতে আর এক নিবিড় অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম তথায় মানবগণের সমাগম নাই, চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তুগণ ভয়ঙ্কর শব্দে বিচরণ করিতেছে। তদ্দর্শনে আমাদের প্রাণ আরও ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। প্রখর বেগে দিনমণি দিনের প্রতি স্বীয় রশ্মি বিস্তার করিলেন। ক্রমে২ মধ্যাহ্ন কাল হইল, সূর্য্যের উত্তাপে তাপিত হইয়া জননী আমার শুষ্ক কণ্ঠে ও সজল নয়নে বারম্বার আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বৃকোদর ব্যাকুলিত-চিত্তে কহিলেন; এক্ষণে কোথায় গমন করিলে সুশীতল জল পাই। এইরূপ আক্ষেপ প্রয়োগ করিতে করিতে আমাদিগকে লইয়া এক বিপুল ছায়াযুক্ত বটবৃক্ষ-তলে উপস্থিত হইলেন। সেই সুশীতল বৃক্ষতলে আমাদিগকে অবতরণ করাইয়া কহিলেন; যে আপনারা এই স্থানে বিশ্রাম করুন, আমি জল

আনয়নার্থে গমন করি, বোধ হয় এই কাননের নিকটবর্ত্তী কোন সরোবর আছে। যে হেতু সারসগণ জলাশয়ে বিহার করিতে করিতে প্রফুল্ল মনে এক এক বার আনন্দ রব করিতেছে, এবং মরালগণ মহানন্দে সন্তরণ করিতে করিতে এক একবার উচ্চৈঃস্বরে রব করিতেছে। এইরূপ আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া আমাদের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক জলানয়নার্থে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃকোদর গমন করিলে পর আমরা সেই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেং শ্রান্তিবশতঃ সেই ভূমি-শয্যায় শয়ন করিলাম। ক্রমে নিদ্রা দ্বারা অভিভূত হইয়া সকলেই সেই বৃক্ষ-তলে নিদ্রিত হইলাম। তদনন্তর বিক্রমশালী ভীমসেন জল অন্বেষণ করিয়া জলাশয় হইতে স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা জল লইয়া, যে স্থানে আমরা নিদ্রিত আছি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; আমরা সকলে সেই বসুধাতলে বসন বিস্তার করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছি। তদ্দর্শনে ভ্রাতা আমার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন আমি কি নরাধম, যেহেতু এই মহানুভবদিগের এরূপ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া এখনও জীবিত আছি। রে নৃশংস পাষাণ-নির্ম্মিত হৃদয়! তুমি এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না। রে মূঢ় নয়ন আমার, পূর্ব্বে যাহাদি-

গকে মহামূল্য শয্যাতে শয়ন করিতে দেখিয়া ছিলে, অদ্য সেই মহাত্মাদিগকে শয্যাশূন্য মহীতলে নিদ্রিত দেখিতেছ। রে নয়ন আমার, তুমি শীঘ্র মুদ্রিত হও, মুদ্রিত হও, আর এ দুঃখ দৃষ্টি করিও না। আবৃত হও, আবৃত হও, আর আমারে দগ্ধ করিও না। হায় কি পরিতাপের বিষয়, যিনি লক্ষ্মী-সদৃশ লক্ষণযুক্তা, যিনি রাজর্ষি বিচিত্র-বীর্য্যের পুত্রবধূ, যিনি রাজকুলবধূ ও প্রতাপান্বিত মহারাজ পাণ্ডুর সহধর্ম্মিণী, যিনি কুন্তী-রাজের কন্যা, যিনি যদুকুলোদ্ভব যাদবের পিতৃষ্বসা; আর যিনি, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, পবন, হইতে এই সকল পরাক্রমশালী পুত্র প্রসব করিয়াছেন; সেই কুলকামিনী অনাথিনীর ন্যায় অদ্য ভূমিশয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। আহা, আমি কি এই সমস্ত মর্ম্ম-বেদনা পাইবার জন্য মানব দেহ ধারণ করিয়াছি। রে কঠিন হৃদয়! তুমি কি দয়াশূন্য হইয়াছ; দেখ দেখি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যেশ্বর হইয়াও এইরূপ মেদিনী-পৃষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছেন। আর যে অর্জ্জুনের শরাসন ও বিক্রম সহ্য করে এমত ব্যক্তি কেহই নাই, সেই নবজলধর-সদৃশ কান্তিমান্ পুরুষ ভূমিশয্যা বিস্তার করিয়া তদুপরি সুপ্ত হইয়াছেন। আর এই যে মাদ্রীতনয় দ্বয় নকুল ও সহদেব, ইহাদের অতি কোমল অঙ্গ, ইহারা সর্ব্বদা কোমল শয্যায় শয়ন করিত; কিন্তু এক্ষণে পথশ্রান্তে সামান্য পথিকের ন্যায় পৃথিবী আশ্রয় করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। আহা! এই সকল অসহ্য যাতনা আমার মনোমধ্যে এখনও সহ্য হইতেছে। অতএব আমি জানিলাম যে মানবরূপ ধারণ করিয়া, স্বর্গ লাভ ও নরক ভোগ সকলই, এই ভূ-মণ্ডল-মধ্যে প্রাপ্ত হইতে হয়। তাহার কোন সন্দেহ নাই।

যেমনা আমরা যখন সকলে বিক্রমশালী হইয়াও দুরাত্মা দুর্য্যোধনের ভয়ে বনেই ভ্রমণ করিতেছি; তখন আমাদের সদৃশ ভাগ্যহীন আর এ ত্রিভুবনে কেহই নাই। রে কুরুকুল-কলঙ্ক দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-তনয়

দুর্য্যোধন! তোমার এক্ষণে ভাগ্য সুপ্রসন্ন। কেননা রাজা যুধিষ্ঠির যদি একবার ইঙ্গিতের দ্বারা আমাকে আজ্ঞা করেন; তবে সমস্ত কৌরবকুল সহিত একবারে করাল কাল-কবলে নিপাতিত করি। কিন্তু কি করি, অগ্রজের আজ্ঞা না পাইলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিনা। এইরূপ বলিতেং তিনি উরগের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধভরে করে করে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর শোক সম্বরণ করিয়া এই বিবেচনা করিলেন যে ইহাঁরা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। অতএব এ সময় নিদ্রা ভঙ্গ করা কোন প্রকারে বিধেয় নহে। এক্ষণে আমি প্রহরী থাকি। ইহাঁদের নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে পর জল প্রদান করিব। এই বলিয়া ভীমসেন সেই স্থানে দণ্ডায়মান আছেন, এমত সময় আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। হে দেবি! তৎসমুদয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অব-ধান করুন।

আহা দৈবের কি বিড়ম্বনা। যখন ভীমসেন আমাদের প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন; এমত সময় সেই অরণ্যের অনতিদূর হইতে এক মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দান্ত নরলোভী রাক্ষস আমাদিগকে দেখিতেপাইল। সেই রাক্ষস বহুদিবসাবধি নরমাংস ভক্ষণ করে নাই বলিয়া তাহার অত্যন্ত লোভ উপস্থিত হইল; এবং তাহার স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে আহ্বান করিয়া প্রফুল্লবদনে কহিল; দেখ ভগিনী ঐ দেখ কিঞ্চিৎ অন্তরে ঐ বটবৃক্ষ-তলে কতিপয় মনুষ্য একত্রিত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। তুমি শীঘ্র যাইয়া ঐ সকল কোমলাঙ্গ নরদেহ আহৃত করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। তখন রাক্ষসী ভ্রাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর আন-ন্দিত চিত্তে আমাদের নিদ্রা-ভূমির কিঞ্চিৎ দূরে উপস্থিত হইয়া দেখিল; যে এক অজেয় বীরপুরুষ স্বয়ং জাগরিত হইয়া; সাবধান-পূর্ব্বক প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। আর বৃক্ষতলে এক পরমা সুন্দরী নারী সন্তানবৎ স্নেহের সহিত দেব সদৃশ রূপবান তরুণবয়স্ক বালক চতুষ্টয়কে

লইয়া পরম সুখে বসুধা-পৃষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসী চমৎকৃত হইয়া ভীম-সন্নিধানে গমন করিয়া কহিল; হে দীর্ঘাকৃতি নবীনবয়স্ক সুপুরুষ, তোমায় সন্দর্শন করিয়া অবধি আমি মনোমধ্যে মোহিত হইয়াছি এবং ত্বদীয় সন্নিধানে বিনয়-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি এই যে চন্দ্রিকা সদৃশ বৃদ্ধ নারী, ভূতলশায়িনী হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, এই প্রভাবশালিনী আপনার কে। আর ঐ যে শশধর সদৃশ সুন্দর বদন ও শিখি-পৃষ্ঠ-বিরাজিত শূলপাণি-নন্দনের ন্যায় অনিন্দনীয় গঠন, ঐ যৌবনাগত বালক চতুষ্টয় আপনার কে। আর এক কথা বলি, হে যৌবনশালী রমণীজন মনোরঞ্জন, গৌর বরণ, কম্বু গ্রীব, পদ্মলোচন, পুরুষ, তোমাকে সন্দর্শন করিয়া অবধি আমার মন বিচলিত হইতেছে এবং আমি মনে মনে তোমাকে প্রাণেশ বলিয়া বরণ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে নিষ্ঠুর ভ্রাতৃবাক্য পালন জন্য তোমাদিগকে কি প্রকারে বিনষ্ট করিব। অতএব আমি এরূপ নিষ্ঠুরতা ও নরহিংসক ভ্রাতার বাক্য কখন রক্ষা করিব না। কারণ পতিপ্রতি স্নেহ যাদৃশ বলবৎ হয়, সহোদরের প্রতি কখনই সেরূপ স্নেহ হয় না। যদি তোমাদিগকে বধ করি; তবে শরীর পোষণ জন্য ভ্রাতা ও আমি ক্ষণ কাল সুস্থ হইব। আর যদি তোমাকে পতিত্বে বরণ করি তাহা হইলে ত্বদীয় সুখে সুখী হইয়া কালাতিপাত করিব।

এই প্রকার কহিতে কহিতে মুহূর্ত্ত-কাল-মধ্যে সেই রাক্ষসী এক পরমাসুন্দরীর ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া, নানালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া, বিবিধ প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। এই সমস্ত অবলোকন করিয়া ভীমসেন রাক্ষসীর প্রতি রুক্ষ বচনে বিরস বদনে কহিলেন হে মায়াবিনী, অনিত্য ছলনা দ্বারা আমাকে পাপে লিপ্ত করিতে বাসনা করিয়াছ, তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। তোমার আহ্লাদের সময়, তুমি পরমাহ্লাদে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ। আমি

এক্ষণে তদনুরূপ নহি, স্বীয় সুখে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখে কাল যাপন করিতেছি। অতএব তুমি এস্থান হইতে যদৃচ্ছাক্রমে ত্বরায় প্রস্থান কর, আমি তোমার ভ্রাতারে কোন ভয় করি না।

এই প্রকার দুই জনে কথান্তর হইতেছে এমত সময় সেই রাক্ষসীর ভ্রাতা, স্বীয় ভগিনীর আসিতে কাল বিলম্ব দেখিয়া, ক্রোধ-পরবশ হইয়া লোহিত নয়নে, যে স্থলে আমরা নিদ্রাবস্থায় ছিলাম, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে স্বীয় ভগিনী অপরূপ রূপ ধারণ-পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়া মহাবাহু বৃকোদরের কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি করিতেছে এবং নানা প্রকার প্রলোভনে প্রিয় সন্দর্শনে প্রেয়সীগণ যেরূপ কান্তদিগকে বিমোহিত করে, তদ্রূপ সেই হিড়িম্বা হাসিতে হাসিতে ভীমসেন সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। তদ্দর্শনে সেই পিশিতাসন স্বীয় ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধচিত্তে নানা প্রকার তিরস্কার করিয়া কহিল হিড়িম্বে তুমি কি মোহিতা হইয়াছ, আমার কোপে তুমি কি ভীত হইতেছ না। রে অসতী, তুমি যাহারে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য অভিলাষিণী হইয়া বিলাসিনী-রূপ ধারণ করিয়াছ, আমি অবিলম্বে ঐ নরাধমকে তোমার সম্মুখে সংহার করিতেছি, তুমি দৃষ্টি কর। এই বলিয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ক্রোধভরে ত্বরিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। মহাবল পরাক্রমশালী বৃকোদর রাক্ষসকে সম্মুখ-বর্ত্তী দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন। সিংহ যেমন মৃগকে অবলীলাক্রমে টানিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ বৃকোদর সেই বৃহদাকার নিশাচরের কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক সে স্থান হইতে অষ্ট ধনু অন্তরে লইয়া গেলেন। রাক্ষস ভীমসেনের পরাক্রম সন্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন অজেয় ভীমসেন ভীমরবে সেই নরলোভী রাক্ষসের হস্ত ধারণপূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করত; করাঘাতে করাল কাল-কবলে নিপতিত

করিলেন। রাক্ষস মৃত্যুকালীন শোণিত প্রচ্ছর্দ্দন। করিতে করিতে ভয়ঙ্কর শব্দে প্রাণ ত্যাগ করিল।

সেই কোলাহল ধ্বনি শ্রবণে আমরা সকলে জাগরিত হইয়া দেখিলাম; যে সম্মুখে এক পরমাসুন্দরী যৌবনস্থিতা নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা ভুবনমোহিনীরূপ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। তদ্দর্শনে জননী আমার মৃদু-মধুর বচনে সম্ভাষণ করত কহিলেন, ভদ্রে তুমি কে, এবং কি নিমিত্তই বা এস্থানে অবস্থিতি করিতেছ? তৎশ্রবণে সেই নারী কহিল, দেবি! আপনার পুত্র, যিনি নবীন হেমাঙ্গ সদৃশ পুরুষ এবং মহাবল পরাক্রমশালী, তিনি এই মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে হিড়িম্ব নামক এক দুর্জ্জয় রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন। আমি সেই দুরাত্মা নিশাচরের সহোদরা। আমাকে ঘৃণা করিবেন না; আমি ঐ শশি-প্রভার ন্যায়, রূপবান পুরুষকে পতিত্বে মনোমধ্যে বরণ করিয়াছি। হে আর্য্যে, আপনি যদি কৃপা করিয়া আমার মনোদুঃখ বিমোচন করেন; তবে ভবদীয় আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া সকল আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। এতৎপ্রকার কথোপকথন হইতেছে; এমত সময় রাক্ষস-হন্তা ভীমসেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা তদ্দর্শনে আনন্দ-মনে ভ্রাতৃ সমীপে কহিলাম, ভ্রাতঃ এক্ষণে সমস্ত কুশল ত। ভ্রাতা আমার ঈষৎ হাস্য করিয়া আমার প্রতি কহিলেন; আর্য্য যে প্রকার বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় ত্বদীয় সন্নিধানে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই বনের অনতি দূর হইতে এক দুর্জ্জয় বেশধারী নরহিংসক রাক্ষস আসিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যোগী হইল। আমি ভবদীয় আজ্ঞানুবর্ত্তী বটে; কিন্তু কি করি; তৎকালে আপনারা সকলে এই ছায়াযুক্ত বৃক্ষতলে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন; পাছে আপনাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, সেজন্য আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছি, এবং ত্বদীয় আজ্ঞা না লইয়া সেই নিশাচরকে বিনাশ করিয়াছি। আর এই যে মায়াবিনী পরমা

সুন্দরীর সদৃশ রূপ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা আছে, এই রাক্ষসী সেই নিশাচরের ভগিনী। আপনি অনুমতি প্রদান করিলে, আমি অবিলম্বে এই নিতম্বিনীকে ইহার ভ্রাতৃসন্নিধানে প্রেরণ করি। নতুবা এই মায়াবিনী অবিলম্বে এ-স্থান হইতে গমন করুক, এতদ্ব্যতিরিক্ত ইহার আর কিছু মঙ্গল দেখিতেছি না।

এই সকল বাক্য সেই রাক্ষসী শ্রবণ করিয়া অতি বিনীতভাবে ভীম-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল হে প্রভু, আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আমাকে সামান্য রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। আমি ত্বদীয় শরণাগত। আমাকে আহত করিবেন না। আপনি প্রসন্ন হউন। তাহা হইলে আমি ত্বদীয় দাসী হইয়া চিরকাল চরণ সেবা করিব। ভীমসেন রাক্ষসীর বাক্য শ্রবণানন্তর ক্রোধ ভরে কহিলেন, রে মায়াবিনী তুমি কি যৌবনমদে মত্ত হইয়া আমাকে ধর্ম্ম হইতে বিলুপ্ত করিতে বাসনা করিয়াছ। ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও, তোমাকে তোমার ভ্রাতৃসমীপে প্রেরণ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি রোষভরে গাত্রোত্থান করিলেন। আমি তখন ভ্রাতাকে স্ত্রীবধে উদ্যত দেখিয়া কহিলাম, হে অনঘ! স্ত্রীবধ করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিও না, এবং পাণ্ডব-কুলের কীর্ত্তি-লোপ করিও না। শরণাগতকে আহত করিও না। আহা এই অনাথিনীর মনোভিলাষ পূর্ণ কর। আমি অনুমতি প্রদান করিতেছি। তুমি মনোমধ্যে দ্বিধা করিও না। সরলস্বভাব ভীমসেন কি করেন আমার বাক্য লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, অগত্যা স্বীকৃত হইলেন এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া গন্ধর্ব্ববিধানানুসারে তাহার পাণি গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে সেই নারীর গর্ভে বৃকোদরের ঔরস-জাত এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। তাহার নাম ঘটোৎকচ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

দেখ দেবী এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিলে, এবং বৃকোদর আমাদিগকে মহীতলে সুপ্ত দেখিয়া যেরূপ মনোদুঃখ প্রকাশ

করিয়া ছিলেন, সে সমস্ত তাহারই প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া ছিলাম। তাহাও আপনার সন্নিধানে ক্রমেং বর্ণন করিলাম। হে দেবি! তৎপরে যাহা ঘটনা হইয়াছিল; সে সমস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন।

আমরা কিয়ৎকাল সেই জনশূন্য অরণ্যে বাস করিয়া, তৎপরে জটা বল্কল পরিধান করত ছদ্মবেশী হইয়া সেই বনের অনতিদূরে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে অতিথি ভাবে বাস করিলাম। জননী সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেন, আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করত ভিক্ষাদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অপরাহ্নে জননী সন্নিধানে আসিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতাম। তিনি সেই সমস্ত বস্তু বিভাগ করিয়া আমাদিগকে প্রদান করিতেন। এই প্রকারে কিয়দ্দিবস গত হইলে পর একদা আমরা চারি ভ্রাতায় ভিক্ষার্থে গমন করিলাম। দৈব কর্ত্তৃক ভীমসেন সে দিবস ভিক্ষা করিতে না যাইয়া জননী সন্নিধানে ছিলেন। দৈবায়ত্ত সেই দিবস সেই ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, জননী আমার বিপ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে দ্বিজরাজ স্বীয় ভার্য্যা, পুত্র ও দুহিতার সহিত একত্রে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন এবং নানাপ্রকার ক্ষোভ করত বলিতেছেন; দেখ এই সংসার মধ্যে জীবন ধারণ করা কেবল দুঃখের মূল মাত্র। কারণ সামান্য বিষয় বাসনায় মুগ্ধ হইয়া যখন বিশ্বকর্ত্তা জগদীশ্বরকে বিস্মৃত হইতেছি, তখন অবশ্যই এই পাপপ্রযুক্ত নরহন্তা বকরাক্ষসের হস্তে আহত হইতে হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এতাদৃশ অসার জীবনে ধিক্! তোমাদিগের নিকটে আর অধিক কি বলিব। তোমরা একত্র হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর। আমি অদ্য স্বয়ং খাদ্যবস্তু সহিত সেই রাক্ষস সন্নিধানে গমন করি। পরে সেই পিশিতাশন তাহার স্বেচ্ছাক্রমে ভক্ষ্যবস্তু সহিত আমাকে ভক্ষণ করিবে। তাহা হইলে আমি এ দায় হইতে মুক্ত হইব এবং নিশাচরের নিয়ম ভঙ্গও হইবেক না।

দ্বিজভার্য্যা পতির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল আর্য্য আপনি এরূপ অন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে এরূপ কথিত আছে যে সতীর পতিই প্রধান। যে নারী পতির শুশ্রূষা করিতে করিতে লোকান্তর গমন করে, তাহাকে পুনশ্চ এই ভবার্ণবে আসিতে হয় না। আপনি অনভিজ্ঞ নহেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন আমি যদি সেই রাক্ষসের নিকট খাদ্য সামগ্রী লইয়া গমন করি, তবে সেই নিশাচরের হস্তে নিহত হইব। এবং আমিও পতি, পুত্র, রাখিয়া সতীত্ব ধর্ম্মবশতঃ স্বর্গারোহণ করিব, আপনারাও এদায় হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। অতএব হে স্বামিন্ আপনি মতান্তর করিবেন না। প্রসন্ন হইয়া সম্মতি প্রদান করুন্। ব্রাহ্মণ তৎশ্রবণে শোকে অস্থির হইয়া অবিরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

জননী কুন্তী দেবী তাঁহাদিগের তদবস্থা অবলোকন করিয়া কহিলেন; হে গৃহস্থগণ আপনারা এরূপ ব্যাকুলিত চিত্তে পরিতাপ করিতেছেন কেন! কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয় আমার নিকট সবিশেষ বর্ণন করুন। কারণ কোন অকল্যাণ-কর হইলেও তদ্বিষয়ের প্রতিবিধান করিব, এরূপ অঙ্গীকার করিতেছি। বিপ্র কহিলেন হে তপোধনে! আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করে, এমত মনুষ্য এ স্থানে কেহই নাই। কিন্তু তুমি যে আমাদিগের দুঃখ দেখিয়া দুঃখান্বিত হইয়াছ, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি। আমাদের যে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয় তুমি শ্রবণ করিলে শ্রবণ-ইন্দ্রিয় দ্বারে হস্ত ক্ষেপণ করিবে। হে যশস্বিনী তাপসভার্য্যা আমার যেরূপ বিপদ হইয়াছে তাহা তোমার নিকট বলিতেছি; শ্রবণ কর। এই নগরান্তরে এক মহাবল পরাক্রান্ত বক নামক রাক্ষস বাস করে এবং সেই দুরাত্মাই, এই নগরের অধীশ্বর। নিজ বাহুবলে এই সমস্ত দেশ সর্ব্বদা সাবধান পূর্ব্বক রক্ষা করে। কিন্তু তাহার

কর আদায় জন্য এই গ্রাম মধ্যে এক নিয়ম সংস্থাপিত করিয়াছে; যে প্রতিদিন পর্য্যায় ক্রমে এক এক গৃহস্থের আবাস হইতে তাহার ভোজনের জন্য, তদুপযুক্ত নানাবিধ সামগ্রী ও একজন মনুষ্য তাহার সন্নিধানে গমন করিবে। যদি এই নিয়ম কোন গৃহস্থ অবহেলন করে তবে সেই নিষ্ঠুর পুরুষাদ সেই গৃহস্থকে সমস্ত পরিবার সহিত ধ্বংস করিয়া ফেলে। দেখ তপোধনে! আমার তাদৃশ বিভব কিছুই নাই, যে তদ্দ্বারা কোন স্থান হইতে একজন মনুষ্য ক্রয় করিয়া দিব। অতএব সে আশাও আমার বৃথা। এবং কোন সুহৃদকে প্রাণান্তেও রাক্ষস সন্নিধানে প্রেরণ করিতে পারিবনা। সুতরাং তজ্জন্য মহা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইতেছি। এইপ্রকার বলিতে বলিতে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। জননী আমার ব্রাহ্মণের মলিন বদন অবলোকন করিয়া আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন হে গৃহস্বামিন্ তুমি আর ব্যাকুলিত হইওনা। তোমার এই উপস্থিত বিপদ মোচন করিবার জন্য আমার এক অজেয় পুত্রকে খাদ্যসামগ্রী সহিত সেই নিশাচর নিকেতনে প্রেরণ করিব। তুমি ভাবনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রসন্নচিত্তে অনুমতি প্রদান কর। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিপরীত ভাবিয়া কহিলেন তপস্বিনী! আপনি কি বলিলেন, আমি স্বীয় সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত আশ্রিত অতিথির প্রাণ বিনাশ করিব!। আমার এ পাপ জীবনে ধিক্ এবং সংসার আশাতেও ধিক্। বিবেচনা করিয়াছি যে সমস্ত পরিবার একত্র হইয়া সেই রাক্ষস সমীপে সমুপস্থিত হইব, তদনন্তর যাহা হয় হইবেক।

বিপ্র-বাক্য শ্রবণে জননী আমার সহাস্যবদনে কহিলেন; হে দ্বিজরাজ, যেমন দ্বিজরাজ উদয় হইলে সমস্ত তিমির নাশ হয়; তদ্রূপ আমার সেই অজেয় পুত্র ভীমসেন যখন বীরগণের সম্মুখীন হয়, তখন সেই পরাক্রম শালী যোদ্ধারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, তিরোভাব অবলম্বন করে। অতএব হে দ্বিজোত্তম, আমি যাহার কথা বলিলাম, সেই

বৃকোদর সাক্ষাৎ পবনাত্মজ। তাহার বিক্রম কে সহ্য করিতে পারে। কিন্তু আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধনের ক্রূরতা জন্য ছদ্মবেশী হইয়া তোমাদের আবাসে বাস করিতেছি। একথা আপনি কোন ব্যক্তির স্থানে ব্যক্ত করিবেন না। ব্রাহ্মণ এইসকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আমার জননীকে কহিলেন ; দেখ দেবী আমি অগত্যা তোমার মতেই মত প্রদান করিলাম। কিন্তু অবশেষে আমাকে যেন পাপে লিপ্ত করিওনা। তদনন্তর দুই জনে এইরূপ কহিতে২ ভীম সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জননী কুন্তী দেবী, ভীমসেনকে বিপ্রাবাসের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত অবগত করাইলেন। মহাত্মা ভীমসেন, তৎশ্রবণে তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণের উপকারার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

দেখ দেবী, এদিকে জননীর সহিত ভীমসেন প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া গমনোদ্যোগী হইতেছেন, এমন সময় আমরা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে ভিক্ষাবস্তু সংগ্রহ করিয়া, জননী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বৃকোদর যেন কোন শত্রু বিনাশার্থে ভীষণ আকার ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। আমি তদ্দর্শনে জননী সন্নিধানে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাতঃ আপনি কি বৃকোদরকে কোন কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন, না স্বয়ং বৃকোদর কোন শত্রু বিনাশার্থে গমন করিতেছে ?

তৎশ্রবণে জননী আমার সহাস্যবদনে কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির মানবদেহ ধারণ করিয়া পরের উপকার করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। তজ্জন্য আমি এই ব্রাহ্মণের উপকারার্থে ত্বদীয় ভ্রাতা পরাক্রমশালী ভীমসেনকে বক-নামক এক নরহিংসক নিশাচরের নিকট গমন করিতে আদেশ করিয়াছি। সে জন্য ভীম এক্ষণে অভিলষিত সম্পাদনার্থে গমনে উদ্যোগী হইয়াছে। তৎশ্রবণে আমি জননীকে কহিলাম মাতঃ, আপনি কি নিষ্ঠুর হৃদয়ে অনিষ্টাচরণে সাহসী হইয়াছেন ? আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি,

আপনার বিপদ সংযোগে-ও এরূপ বুদ্ধি বিচলিত হয় নাই? নতুবা স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুত্রকে পরোপকারার্থে সাক্ষাৎ রাক্ষস হস্তে কেহ কখন প্রেরণ করিতে পারে। জননী! আপনি কি জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন, না দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া এরূপ বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। কিম্বা অক্ষয় ক্ষত্রিয়কুলের কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছেন?

যদি বলেন ক্ষত্রিয়কুলের মহিলাগণের এরূপ নিয়ম আছে, যে পুত্রের প্রতি তাঁহারা নৃশংস ব্যবহার করেন। কিন্তু মাতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি; ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের কেকয়ী নামে এক মহিষী ছিলেন। তিনি দুর্ম্মতিক্রমে বিষয় বাসনায় মুগ্ধ হইয়া, সরলস্বভাব জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে সংসার হইতে বর্জ্জিত করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও রাঘবের বিমাতা ছিলেন, তথাচ এরূপ দুরূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন নাই। আপনি গর্ভধারিণী হইয়া যখন গর্ব্ব-পূর্ব্বক অপত্য-স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া, স্বীয় পুত্রকে যখন পরিত্যাগ করিতেছেন; তখন আমরা আর জয় আশা করি না। যদিও আমরা সেই নর-রাক্ষস দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আপনি যখন জননী হইয়া স্বীয় সন্তানকে সাক্ষাৎ নরভোজী নিশাচরের সম্মুখে প্রেরণ করিতেছেন, তখন আর আমরা কাহার আশ্রয় লইব। আমাদের মনের আশা তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে আর জয়াশা নাই। যদিও আমরা রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, তথাচ মহাবল পরাক্রমশালী ভীমসেনের প্রভাব সম্পন্ন কার্য্য কলাপ দেখিয়া, মনে করিতাম যে কালক্রমে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিয়া পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইব, এমত আশাও ছিল। কিন্তু সেই অজেয় বৃকোদরকে যখন হারাইলাম তখন আমাদের জয় আশা এক্ষণে জলবিম্বের ন্যায় হইল। মাতঃ আর এক কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এই সংসার মধ্যে এরূপ কথিত

আছে যে, যদি কোন নারীর শতপুত্র জন্মে, তথাচ তাঁহার পক্ষে কখনই ভার বোধ হয় না, তিনি সমভাবে সকল পুত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন। জননী, আপনি আমাদের পঞ্চ ভ্রাতার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া, যখন দয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আমরা আর জয় আশা করি না। আহা! মনুষ্যের অবস্থা হীন হইলে বুদ্ধি কি এইরূপ বিচলিত হয়। হা বিশ্বময় জগৎপতি! সহায়বিহীন পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতি কি একবার দৃষ্টি পাত করিবেন না যে এই নরাধমেরা সহায় হীন ও বিভব বিহীন হইয়া কি ভাবে ভবদীয় সংসার মধ্যে বিচরণ করিতেছে? হে পরমাত্মন্ পরমপিতঃ! তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, যে আত্মাস্বরূপে তিনি সকলের মনোমধ্যে সতত বিরাজমান আছেন, অসহায় জীবগণের তিনি সহায় এবং পতিত জনের প্রতি তিনি সমভাবে দয়া প্রকাশ করেন; তজ্জন্য তাঁহার নাম পতিতপাবন বলিয়া সকলে কীর্ত্তন করে। হে গুণ-শালিন্ নির্গুণের গুণ-দাতা, জগৎপাতা, করুণাময়! আমি সকাতরে তোমাকে স্মরণ করিতেছি; তুমি এই অনাথদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।

দেখ দেবী, আমি যখন এই প্রকার সকাতরে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছি। তখন জননী আমায় কহিলেন; বৎস বুদ্ধিপ্রবীর যুধিষ্ঠির, তুমি বৃকোদরের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। বৎসের আমার বিপদ সংযোগে কিম্বা কোন দুর্ভাবনা বশতঃ বুদ্ধি হ্রাস নাই এবং আমি অপত্যস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া ভার বোধের জন্য রাক্ষস সন্নিধানে প্রেরণ করিতে স্থির নিশ্চয় করি নাই। কেবল ব্রাহ্মণের উপকার হইবে বলিয়া, বলবান্ ভীমসেনকে রাক্ষস সন্নিধানে প্রেরণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি। বৎস ধর্ম্মাত্মজ, ধর্ম্মপ্রভাবে বলবান দিগের বলহীনের উপকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি বৃকোদরের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছ; আমার অজেয় ভীমসেন

কি সামান্য মনুষ্য। সাক্ষাৎ রাজা পবন হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। উহার বিক্রমকে কে সহ্য করিতে পারে! বোধ করি কংসারিও ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন না। আমি দিব্য জ্ঞান-দ্বারা বলিতেছি যে আমার অসামান্য পুত্রগণকে কেহই বধ করিতে পারেনা। পরাৎ-পর পতিতপাবন ভিন্ন এ ভুবনে আর কাহাকেও ভয় করি না। তুমি আর পরিতাপ করিও না। তাহার বিক্রম হিড়িম্ব রাক্ষস বধ কালীন তুমিত সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছ। বৎস যুধিষ্ঠির, যে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে ভীমকে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছি, তদ্দ্বারা দুই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকার হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি সেই পুরুষাদ বৃকোদরের প্রতি কোন দুষ্ট অভিসন্ধি প্রকাশ করে; তবে নিশ্চয়ই সেই নিশাচরকে শমন সদনে গমন করিতে হইবে। তাহা হইলে এই গ্রামের সমস্ত লোকেরা বৈর নির্যাতন হইতে পরিত্রাণ পাইবে। আমার যাহা অভিসন্ধি তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম।

আমি জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলাম; মাতঃ আপনি আমার প্রতি রোষ প্রকাশ করিবেন না। আমি পূর্ব্বে না জানিয়া আপনার সহিত ভ্রমক্রমে অনিত্য তর্ক বিতর্ক করিয়াছি। আপনি মহৎ উপকার জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া যৎপরোনাস্তি শীলতার কার্য্য করিয়াছেন। জননী! ভবদীয় ধর্ম্মবলে মহাবাহু ভীমসেন, সেই দুর্জ্জয় নিশাচরকে নিশ্চয় পরাজয় করিয়া আসিবে, তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই।

দেখ দেবী; এদিকে ভীমসেন পর দিন প্রভাত হইবা মাত্র, সমস্ত খাদ্য সামগ্রী লইয়া আমাদের অনুমতিক্রমে, যে স্থানে সেই রাক্ষস অবস্থিতি করে, তথায় গমন করিলেন। তৎপরে সেই রাক্ষসের নিকেতনে উপস্থিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে তাহার নাম উল্লেখ করত, রাক্ষসের উপঢৌকনের সামগ্রী সমস্ত স্বয়ং ভোজন করিতে

আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষস ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর রব করিতে করিতে ভীমসম্মুখে উপস্থিত হইয়া; বিনাশার্থে তাহার প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন সহাস্য বদনে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণান্তে গাত্রোত্থান করিয়া রাক্ষসকে কহিলেন, রে দুরাচার নরহিংসক তুমি আমাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছ। কিন্তু আমি অবিলম্বে তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছি; তুমি স্বচক্ষে দৃষ্টি কর। এই বলিয়া মহা ক্রোধভরে, করভীর যেমন করীর সহিত যুদ্ধ করে, ক্ষণকাল তদ্রূপ যুদ্ধ করিয়া, বলশালী ভীমসেন রাক্ষসের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করত, দৃঢ় মুষ্টি সহযোগে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে ভীমসেন নরমাংসাশী পিশাচকে বিনাশ করিয়া, প্রত্যাগত হইলেন, আমরা তদ্দর্শনে সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলাম, ব্রাহ্মণ সাতিশয় আনন্দিত হইয়া আমার জননী সন্নিধানে বিনয়-নম্র বচনে কহিলেন দেবী, তোমার তনয়ের প্রসাদে আমরা বৈর নির্যাতন হইতে নিস্তার পাইলাম। জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, তুমি এই সকল তনয় লইয়া পরম সুখে কালাতিপাত কর।

দেখ দেবী, আমি যে যে বিষয় আপনার নিকট বর্ণন করিলাম, তৎসমুদয় জননী সন্নিধানে ও বৃকোদরের নিকট, এই সকল সংঘটন হইবার পরেই শ্রবণ করিয়া ছিলাম। এক্ষণে পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদের ও তৎকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি অবধান করুন। আমরা কিছুদিন সেই বিপ্রাবাসে বাস করিয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। এক দিবস আমরা জননী সন্নিধানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি; এমত সময় দৈবায়ত্ত পাঞ্চাল দেশ হইতে, মহারাজ দ্রুপদের তনয়ার পরিণয় হইবে বলিয়া এক ব্রাহ্মণ সম্মানপত্রিকা লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি নিয়মে গৃহস্বামীকে আহ্বান করিয়া

কহিলেন; তোমরা কোথায় গো শীঘ্র বহির্গত হও, এই নিমন্ত্রণ পত্রিকা লও, আমি মহারাজ দ্রুপদের নিকট হইতে আসিয়াছি, তাঁহার কন্যা যাজ্ঞসেনীর বিবাহ হইবে, অতএব আপনারা তথায় শুভাগমন পূর্ব্বক সভাস্থ হইয়া মহারাজকে কৃতার্থ করিবেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় লইয়া গমনোন্মুখ হইলেন। আমি তদ্দর্শনে বিনয়-নম্র বচনে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম; মহাশয় দ্রুপদতনয়ার পরিণয়ের নিমিত্ত কি প্রকার সমারোহ হইয়াছে-এবং কি প্রকারেই বা সমাধা হইবে, তৎ সমুদয় ত্বদীয় সন্নিধানে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, যদি কৃপা করিয়া বর্ণন করেন।

ব্রাহ্মণ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে তাপসগণ তথায় যে প্রকার মহোৎসব হইবে এবং যে সকল রাজগণ তথায় আগমন করিবেন, তাহা আর কি বর্ণন করিব। বোধ করি সেই সভা দেবরাজ ইন্দ্রের সভার সদৃশ শোভমানা হইবে। কিন্তু মহারাজ-দ্রুপদ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। আমি তৎসমুদয় সংক্ষেপে বলিতেছি; স্থির চিত্তে শ্রবণ কর। রাজা দ্রুপদ তনয়ার পরিণয়ের নিমিত্ত বিমানদেশে এক লক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া, তন্নিম্ন প্রদেশে এক সূক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত যন্ত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, এবং সেই ছিদ্র মধ্য দিয়া লক্ষ্য বেধ করিবার জন্য এক সুদৃঢ় দুরানম্য শরাসন নির্ম্মাণ করাইয়া, দিগ্বিদেশে এই ঘোষণা করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি ঐ শরাসনে শরসন্ধান করত লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন তিনি আমার দুহিতার পাণি গ্রহণ করিতে পারিবেন। আর, ভুবন-ললামভূতা, যাহার নীরদ বরণ আভা, লোচন কমলদল সদৃশ, যাহার অঙ্গ কিছুই নিন্দনীয় নহে, যাহার বদন দর্শনে শশী-ও ম্লান হন, যাহার গাত্রের সৌগন্ধ্য অগৌর চন্দনের ন্যায় এক ক্রোশ ব্যাপী অনুভূত হয়; সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদী তাঁহার ভার্য্যা হইবে। হে তাপসগণ পাঞ্চাল ভূপতির প্রতিজ্ঞা ও যাজ্ঞ-

সেনীর রূপ লাবণ্যের মাধুরী শ্রবণ করিলে। আর বিতরণের বিষয় যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহা তোমরা দর্শন করিলে দর্শনেন্দ্রিয়কে সার্থক বোধ করিবে। যদি তোমাদের সেই স্থানে গমন করিতে অভিলাষ থাকে তবে আমার সমভিব্যাহারে যাইতে প্রস্তুত হও। আমি মহারাজকে বলিয়া যথেষ্ট বস্তু সংযোগে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিব।

দেখ দেবি, আমরা দ্বিজ-নন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে জননী সন্নিধানে বলিলাম; মাতঃ আমরা পাঞ্চালেশ্বরের দুহিতার স্বয়ম্বর মহোৎসব সন্দর্শন জন্য যাইতে উৎসুক হইয়াছি। যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া সম্মতি প্রদান করেন তবে তথায় গমন করি। তৎশ্রবণে জননী কহিলেন, বৎসগণ তোমাদের যদি সেই মহোৎসব দর্শন করিবার মানস থাকে, তবে এই বিপ্রের সহিত চল তথায় গমন করি। মাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্রেই আমরা সকলে গমনোদ্যোগী হইয়া গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া সানন্দচিত্তে রাজানুগত ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। মহোৎসব দর্শন করিবার আশায়, বন, উপবন, নদ, ও নদী অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ পাঞ্চাল দেশাভি-মুখে গমন করিতে লাগিলাম।

পথিমধ্যে আর কতিপয় বিপ্রগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিপ্রগণ আমাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সৌন্দর্য্যশালী তাপস-তনয়েরা! আপনারা কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছেন, এবং কোথায় বা গমন করিবেন। বিপ্রগণের বাক্য শ্রবণে আমি তাঁহাদিগকে কহিলাম, মহাশয় আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় জননী সহিত একত্র হইয়া একচক্রা নগরী হইতে আসিতেছি, এবং মহারাজ পাঞ্চালেশ্বরের দুহিতার পরিণয় হইবে শুনিয়া, সেই মহোৎসব সন্দর্শনার্থে পাঞ্চালদেশে গমন করিতেছি।

দ্বিজগণ তৎশ্রবণে সাতিশয় আনন্দচিত্তে আমাকে কহিলেন, ভালহ

আপনারাও তথায় গমন করিবেন, চল সকলে একত্র হইয়া সেই মহা-মহোৎসব দর্শন করিব। এইরূপ কথোপকথন করিতেং আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পাঞ্চালাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমন-কালীন বিপ্রগণের মধ্যে কেহং আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন হে তাপসনন্দনেরা! তোমাদিগের যেরূপ রূপের মাধুরী, বোধ করি, দ্রুপদ-কুমারী সভামধ্যে তোমাদের মুখ-শশী সন্দর্শন করিলে সানন্দ-চিত্তে একজনকে পতিত্বে বরণ করিলেও করিতে পারেন। আর এই যে তোমাদের মধ্যে মোহনমূর্ত্তি শান্ত-স্বভাব এবং সর্ব্বগুণ-বিশিষ্ট তরুণবয়স্ক তাপসকে দেখিতেছি, বোধহয় এই ব্যক্তিই সেই কন্যারত্ন অবিলম্বে লাভ করিবেন। তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অনন্তর বিপ্রগণের বাক্য শ্রবণে আমি তাঁহাদিগের নিকটে নিবেদন করিলাম, হে দ্বিজগণ আমরা তপস্যাচারী, আমা-দিগের স্ত্রীলাভে অভিলাষ নাই। বাসনা এই যে আপনাদের সমভিব্যাহারে, সেই পরম কৌতুহল মহোৎসব ও রাজকন্যা দ্রৌপদীর রূপ সন্দর্শন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়কে সার্থক করিব। অতএব সেই আশা ফলবতী হওয়াতে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতেছি। এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমত সময় পথিমধ্যে পরম ধার্ম্মিক পরাশরাত্মজ মহর্ষি দ্বৈপায়নের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক মহর্ষিকে পূজা ও বন্দনাদি করিলাম। মহর্ষি পরম পরিতুষ্ট হইয়া; হৃষ্ট-চিত্তে দ্রুপদ-পরিরক্ষিত দক্ষিণ পাঞ্চালাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া কত শত রমণীয় বন, উপবন, ও সুশোভন সরোবর সন্দর্শন করিয়া, এবং পথশ্রান্তে সুশীতল বৃক্ষ ছায়াতে উপবিষ্ট ও গতক্লম হইয়া, ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম।

অনন্তর গমন কালীন কোন স্থানে দেখিলাম, বৃক্ষোপরি বিহঙ্গমগণ কূজিত শব্দ দ্বারা আমাদের কর্ণকুহরে যেন অনবরত সুধা বর্ষণ

করিতে লাগিল। কোথায় বা দেখিলাম নবীন দুর্ব্বাময় ক্ষেত্রে রমণীয় শ্যাম বর্ণ দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। এই সমস্ত সুখময় স্থান নিরীক্ষণ করিতে করিতে, সুহৃদ-সাধনা-নিরত শুদ্ধাচারী ভ্রাতৃগণ, ও পাপ স্পর্শ শূন্য জননী কুন্তী দেবীর সহিত পাঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইয়া; পাঞ্চালরাজের বিভব দেখিতে দেখিতে রাজভবনের কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া এক কুম্ভকারভবনে বাস করিলাম। এবং ইতস্ততঃ পর্য্যটন করত, ভিক্ষা সামগ্রী আনয়ন করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কতিপয় দিবস পরেই রাজা দ্রুপদ স্বাভিলষিত পাত্রে কন্যা দান করিবার জন্য সভা আরম্ভ করিলেন। নিমন্ত্রিত মহীপাল-গণ ও রাজনন্দনেরা দিগ্দিগন্তর হইতে আগমন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ হৃষ্ট-চিত্তে জয়োচ্চারণ করিতে করিতে সভা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। আমরা প্রতিদিন যেরূপ ভিক্ষা করিতে যাই, সেদিনও সেই প্রকার ভিক্ষুক বেশ ধারণ পূর্ব্বক বিপ্র-গণের সহিত সভায় প্রবেশ করিলাম। সেই সভার শোভা তৎকালে যেরূপ চমৎকার হইয়া ছিল তাহা বর্ণনাতীত। দেখ দেবি! সেই সভার সুগঠন সৌধ-শ্রেণী শ্রান্তিহর লতামণ্ডপে চতুর্দ্দিকে যেন ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কোথাও বা অঙ্গনাগণ নৃত্য করিতে করিতে কঙ্কন ঝঙ্কারে মন মোহিত করিতেছে। আহা, সেই সভাগৃহের আয়তন স্থান সকল নানা রত্নে বিভূ-

ষিত, দ্বার সকল তোরণ-মণ্ডিত এবং চতুর্দ্দিকে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। অন্যান্য স্থান সকল বিচিত্র চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত, সুবাসিত কুসুম মাল্যে প্রাসাদ সকল বিভূষিত, এবং সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত। আর, শোভনীয় মঞ্চ সকল উর্দ্ধে সংস্থাপিত; নিমন্ত্রিত রাজনন্দনেরা মহোৎসব দর্শনাশয়ে নানা রত্নে বিভূষিত হইয়া, লোচনানন্দ-দায়িনী যাজ্ঞসেনীর রূপ দর্শন করিবার মানসে মঞ্চোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর ভুবনমোহিনী, বরবর্ণিনী, দ্রুপদাত্মজা বিবিধ ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া, লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বরমালা করে করিয়া, করীর ন্যায় সুঠামে পদ ক্ষেপণ করিতে করিতে সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত ও মন্ত্র-বিদ্ দ্বিজ-গণ দীর্ঘ স্বরে হবির্ভুজকে অর্চ্চনা করত, পাবকে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর দ্রুপদরাজতনয়, পিতৃতনয়াকে লইয়া সভামধ্যে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্ব-সমক্ষে কহিলেন, হে রাজর্ষিগণ, হে রাজনন্দনেরা, আপনারা স্থির চিত্তে শ্রবণ করুন। এই শরাসন, ঐ শাণিত শরপঞ্চক, এবং উর্দ্ধে লক্ষ্য সংস্থাপিত হইয়াছে; এই দুরানম্য শরাসনে এই নিশিত শরপঞ্চ রোপণ করিয়া ঐ বিমানস্থিত যন্ত্রের ছিদ্র দিয়া লক্ষ্যকে ভেদ করিয়া যিনি বসুধা-তলে নিপাতিত করিবেন, সেই মহাপুরুষই মদীয় স্বসাকে অবিবাদে ভার্য্যার্থে লাভ করিতে পারিবেন। সভাগত রাজনন্দনেরা রাজতনয়ের বাক্যাবসান হইতে না হইতেই সকলে সজ্জিত হইয়া, গম্ভীরনাদ-পূর্ব্বক গর্জ্জ করিতে করিতে কটিদেশ দৃঢ় বন্ধন করত, কার্ম্মুক সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের কেহই সেই শরাসন উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না। এই প্রকারে প্রায় সকলেই হতাশ হইয়া, দ্রৌপদী-লিপ্সা একবারে পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। রাজা দ্রুপদ তদ্দর্শনে দুহিতার পরিণয়ের বিপ-

স্তীত ভাব দেখিয়া বৈতবর্শালী ভূপালগণকে কহিলেন ; হে নৃপতিগণ! এই শরাসন উত্তোলন করে, এমত ব্যক্তি কি এস্থানে কেহই নাই? আমি জানিলাম, যে অদ্য বসুমতী বীরশূন্যা হইয়াছেন। তৎ শ্রবণে অর্জ্জুন উগ্র স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক, বিপ্রমণ্ডলী হইতে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া, শরাসন গ্রহণ করিতে উৎসুক হইলেন।

অনন্তর বিপ্রগণ ও তাপসগণ, তদ্দর্শনে স্পষ্ট কিছু প্রকাশ করিতে না পারিয়া, কৌশলক্রমে স্বীয় স্বীয় পরিধেয় চর্ম্ম প্রকম্পন পূর্ব্বক, ইঙ্গিত দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। কেহ বা আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন, স্থিরোভব স্থিরোভব, আশু প্রতিনিবৃত্ত হও। হে তাপস তনয়, তুমি ক্ষিপ্ত হইও না। হে বালক! ভূতল-ললামভূতা দ্রুপদ দুহিতাকে দেখিয়া কি জ্ঞানশূন্য হইয়াছ। ধৈর্য্যশালী হও, ও আশা পরিত্যাগ কর, আর বিপ্রকুলে কলঙ্ক করিও না। কারণ, প্রধান প্রধান মহীপালগণ যখন পরাঙ্মুখ হইয়াছেন তখন তুমি কি আশায় বিশ্বাস করিয়া এরূপ দুরূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছ।

সভামধ্যে এইরূপ পরিহাসস্থলে কথোপকথন হইতেছে ; এ দিকে আবার অন্তঃপুরস্থিত মহিলাগণ, কেহ কেহ গবাক্ষ দ্বার দিয়া পাঞ্চালীকে লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিতে কহিলেন, দ্রৌপদী তোমার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া এই দ্বিজতনয় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে। হে প্রিয়ম্বদে, তুমি যদি কৃপা করিয়া, এই তাপসের অভিলাষ পূর্ণ কর, তবে ঐ দ্বিজনন্দন অনায়াসেই হস্ত দ্বারা দ্বিজরাজ প্রাপ্ত হয়, নতুবা ত্বদীয় আশায় নিরাশ হইলে এক্ষণেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। অর্জ্জুন তৎশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া ধীরে ধীরে শরাসন সমীপে গমন করিয়া অবলীলাক্রমে ধনুক উত্তোলন করিলেন। তদ্দর্শনে সভাস্থিত দ্বিজগণ, ও রাজগণ এবং রাজনন্দনেরা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই তাপসতনয় সামান্য নয়। ইহার আকার প্রকার দ্বারা বোধ হইতেছে, যে দেবরাজ সদৃশ ধনুর্দ্ধারী, মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ বলশালী, সিংহ সম উৎসাহ-

শীল, এবং বসুমতী সম ধৈর্য্যবান্। আহা আহা, দেখ দেখ, ঐ বীর পুরুষ কেমন শরাসনে জ্যা রোপণ করিয়া, অনিমিষ নয়নে লক্ষ্যকে লক্ষিত করিতেছে। সভাসদেরা এবম্বিধ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় প্রতাপশালী ধনঞ্জয় বিমানস্থিত লক্ষ্যকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া, ধরাতলে নিপতিত করিলেন।

তৎক্ষণাৎ সভাস্থিত ব্রাহ্মণেরা ও তাপসেরা অর্জ্জুনের অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শনে সানন্দমনে, নিজ নিজ উত্তরীয় চেলাঞ্চল বিধূনিত করিয়া জয়পতাকা লইয়া উত্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে সংগীতকারেরা সুমধুর স্বরে নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। আর যে সকল রাজগণ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্থিরচিত্তে একবার ধনঞ্জয়ের প্রতি অবলোকন করেন, আবার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীর প্রতি নিরীক্ষণ করেন, এই ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। আহা তাঁহাদের ভাবের দ্বারা তৎকালে আমার এই অনুভব হইল; যেমন মধুকর, মধু লাভের আশায় প্রফুল্ল-চিত্তে পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক, কমলিনীর অনুসন্ধান করিতে করিতে, সায়ং কালে সলিলে কমল মুদিত দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতে অক্ষম হয়; সেই প্রকার রাজেন্দ্রগণ কমলনয়না মনোহারিণী দ্রুপদতনয়ার মুখশশী সন্দর্শন করিয়া গৃহে গমন করিতে অক্ষম হইলেন।

দেখ দেবি! সেই সভামধ্যে আবার কেহ কেহ আমাদের সবিশেষ পরিচয় লইবার জন্য, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি তদ্দর্শনে পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেবকে লইয়া সভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রে গমনোদ্যোগী হইলাম।

এ দিকে বরবর্ণিনী যাজ্ঞসেনী সভামধ্যে অর্জ্জুনের অসাধারণ বল বিক্রম সন্দর্শনে সানন্দ মনে কুসুম গ্রথিত মাল্য দাম গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার গলদেশে প্রদান করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন, ও মহাবাহু ভীমসেন দ্রৌপদীকে সমভিব্যাহারে

লইয়া রঙ্গভূমি হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, পুরবাসিনী মহিলাগণ বর দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া আরব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সানন্দ চিত্তে সমাগত হইল। কোন কোন যুবতী পতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দ্রোপদীর পতি দর্শন করিব বলিয়া, শিথিল কচরাশি করে ধারণ করিয়া, ধাবমান হইল। কেহ বা বর দর্শনার্থে সুসজ্জিত হইতেছিল, হঠাৎ কলরব শ্রবণে অলকাবলী সমাপন হইতে না হইতে, বস্ত্র কটিদেশে বেষ্টন করিয়া, লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ বা চরণে অলক্ত পরিতেছিল, পুরবাসিনীগণের গমন দেখিয়া, প্রসাধিকা-কর হইতে চরণ লইয়া ত্বরিত আগমন করিতে লাগিল। আবার কেহ বা গবাক্ষ দ্বারা গগণস্থিত শশধরের ন্যায় বদন বহির্গত করত, বিহ্বলা হইয়া অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ কহিল আহা সাধ্বী সতী দ্রোপদী ভূপতিদের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐ নববয়স্ক তাপস কুমারের করে যৌবনাগত দেহ সমর্পণ করিয়াছে। আহা মরি কেমন শোভায় শোভিত হইয়াছে। যখন ঐ নায়ক রাজবেশ ধারণ করিবেন, কি জানি পতিব্রতারাও পতিকে নিন্দা করিবে। এই প্রকারে তাহারা পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল।

এ দিকে সভামধ্যে এই ঘোষণা হইল যে রাজা দ্রুপদ তাপসতনয়কেই তনয়া দান করিবেন। তৎ শ্রবণে নিমন্ত্রিত রাজগণ ক্রোধপরবশ হইয়া, রাহু যেমন পরাক্রম প্রকাশ করত শশধরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ ক্রোধান্বিত চিত্তে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া, গর্ব্ব পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, যে, রাজা দ্রুপদ বৃদ্ধ দশায় কি বুদ্ধিহীন হইয়াছেন, কারণ রাজনন্দনদিগকে অবমানিত করিয়া এই বিভববিহীন বিপ্রতনয়কে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, ভাল, আমরা বিনাযুদ্ধে যাজ্ঞসেনীকে লইয়া যাইতে দিব না। হয় রাজা দ্রুপদকে কিম্বা তাঁহার পুত্রকে বিনাশ করিব, নয় বিপ্রগণকে পরাভব

করিয়া, ভুবনমোহিনী দ্রুপদাত্মজাকে লইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিব। এই প্রকার বলিতে বলিতে তাঁহারা ক্রোধে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া আয়ুধ গ্রহণ-পূর্ব্বক পাঞ্চালেশ্বরের প্রতি প্রথমে ধাবমান হইলেন। মহারাজ দ্রুপদ তদ্দর্শনে সাতিশয় ব্যাকুলিত চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সজল-নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই সভাস্থলে রাজাকে ব্যাকুলিত দেখিয়া মহাবীর অর্জ্জুন ও রিপুনিসূদন অজেয় ভীমসেন আশ্বাস বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ, আর ভীত হইবেন না। আমরা ঐ মদগর্ব্বিত ক্রূর রাজগণকে আশু পরাভব করিতেছি। আপনি তৎসমুদয় দৃষ্টি করুন। এই রূপ বলিতে বলিতে মহাবীর বৃকোদর ভয়ঙ্কর রবে দ্রুতগতি এক প্রকাণ্ড দ্রুম উৎপাটন করিয়া সমর-সজ্জিত রাজাদিগের প্রতি ভীষণ বেগে ধাবমান হইলেন। ভীমসেনের এতাদৃশ বল বিক্রম সন্দর্শনে ধনঞ্জয়ও নির্ভয়-চিত্তে সহসা ধনুক ধারণ পূর্ব্বক কর্ণ, শল্য, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কতিপয় মহাযোদ্ধাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, সুশিক্ষিত শিক্ষার কৌশলে শর বর্ষণ দ্বারা সমরাগত বীরগণকে পরাভব করিয়া, ভয়ানক ভঙ্গী দ্বারা রঙ্গভূমি মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অরি-মর্দ্দন ভীমসেন অপর ভূপতি-শ্রেণী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ব্যাঘ্র যেমন মেষগণকে অবলীলা-ক্রমে আহত করে; তদ্রূপ বিভব-শালী নৃপতিদিগকে নিগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাজারা যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া লজ্জিত ও শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে পলায়ন করিলেন। আবার সেই সভাস্থিত হিরণ্যকশিপু-হন্তা জনার্দ্দন মহাবলশালী ভীমার্জ্জুনের পরাক্রম সন্দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া অগ্রজ বলদেবের প্রতি কহিলেন, আর্য্য! এই বীর দ্বয়ের বল বিক্রম সন্দর্শনে আমি মনোমধ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি; কেন না, কর্ণ, শল্য, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণের

সহিত যুদ্ধ করে এমন বীর ত এ ভুবনে কাহাকেও দেখি নাই। ভবদীয় সন্নিধানে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, পিতৃস্বসা কুন্তী দেবী, তাঁহার পঞ্চ পুত্র সমভিব্যাহারে জতুগৃহ হইতে কোন সুযোগ-ক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, জনসমাজে এরূপ ঘোষণা শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বোধ করি; ঐ দুই বীর পুরুষ ভীমার্জ্জুনই বা হইবেন। কারণ, উহাদিগের বল বীর্য্য সন্দর্শনে কুন্তী দেবীর পুত্র বলিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে। আর্য্য! ইতিপূর্ব্বে স্বয়ম্বর স্থলে আপনি দেখিয়া ছিলেন কি? যখন ঐ নীরদজ্যোতিঃ বীর পুরুষ বাহুযুগল বিস্তার করিয়া, শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন, এবং তৎকালীন দেবাকৃতি চতুর্হস্ত-পরিমাণ, এক মহাপুরুষ, পার্ব্বতী-নন্দনের সদৃশ রূপবান্, সমানাকৃতি দুই বালককে সমভিব্যাহারে লইয়া সভা হইতে গমন করিলেন। বোধ হয় সেই চতুর্হস্ত-পরিমাণ মহাপুরুষই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হইবেন। আর তৎ সমভিব্যাহারী দুই বালক নকুল ও সহদেব। কেন না তাহাদের আকৃতিতে কিছুমাত্র বিভিন্নতা দেখিলাম না। বোধ করি, কুন্তী দেবী তাঁহার পঞ্চ পুত্রকে লইয়া ছদ্ম বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন।

জ্যেষ্ঠ বলদেব, কনিষ্ঠ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে আনন্দিত চিত্তে কহিলেন, বৎস আমাদের এমন কি সৌভাগ্য হইবে, যে আর্য্যা কুন্তী দেবী, অদ্যাবধি জীবিতাবস্থায় আছেন, এবং তাঁহার বীর্য্যশালী পুত্রদিগের সহিত পুনরায় আমাদের সাক্ষাৎ হইবে! দেখ ভ্রাতা ইহা অসম্ভাবিতও নহে। জগদীশ্বরের কৃপায় সকলি হইতে পারে। দেখ দেবি, তাঁহারা সেই সভাস্থলে এবম্প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ভীমার্জ্জুন রাজগণকে পরাভব করিয়া যুদ্ধ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া; দ্রুপদ-তনয়াকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। জননী

কুন্তী দেবী সেই দিবস আমাদের আসিবার কাল বিলম্ব দেখিয়া ভবনমধ্যে উদ্বিগ্ন-চিত্তে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন; এমত সময় আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় সেই গৃহ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। অগ্রে আমি, নকুল ও সহদেবকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। অতঃপর মহাবাহু ভীমসেন ও জয়ী ধনঞ্জয় দ্রৌপদীকে সমভিব্যাহারে করিয়া জননী-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। এবং জননীকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন; মাতঃ আপনি কোথায়? আমরা অদ্য এক উত্তম শোভনীয় ভিক্ষাবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি।

জননী শ্রবণমাত্রেই আনন্দিত-চিত্তে গৃহাভ্যন্তর হইতে কহিলেন বৎসগণ তোমাদিগের আগমনেই আমি যেন মৃত দেহে জীবন প্রাপ্ত হইলাম। তোমরা অদ্য যে বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা পঞ্চ ভ্রাতায় সম ভাগে গ্রহণ কর। দেখ দেবি! তৎকালে দিনমনি অস্তাচলে গমন করিয়াছেন; পূর্ণ সায়ংকাল উপস্থিত। সুতরাং তিমির সহযোগে সহসা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, অতএব অর্জ্জুনের পশ্চাতে যে দ্রৌপদী দণ্ডায়মানা আছেন তাহা তিনি তৎকালে না দেখিয়া এপ্রকার অযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সরলস্বভাব ধনঞ্জয় জননীর বাক্য শ্রবণে কহিলেন; মাতঃ আপনি কি অযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় জয়ের দ্বারা পাঞ্চালেশ্বরের মহোৎসব সভা হইতে তাঁহার দুহিতাকে আনিয়াছি। অতএব এই রাজতনয়া কি প্রকারে আমাদের পঞ্চ জনকে পতিত্বে বরণ করিবে? অর্জ্জুন প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণে জননী সহসা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, যে ধনঞ্জয়ের পশ্চাতে কৃষ্ণা দণ্ডায়মানা আছেন। তখন তিনি লজ্জিত হইয়া কমলনয়না রাজতনয়া দ্রৌপদীর হস্ত ধারণ করিয়া অবিলম্বে আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন; বৎস ধর্ম্মপ্রবীর যুধিষ্ঠির! আমি না জানিয়া এই কুলকামিনীর প্রতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, অতএব আমি সে জন্য অতিশয় লজ্জিত

হইয়াছি। তুমি শীঘ্র এই বিষয়ের সৎমন্ত্রণা স্থির করিয়া আমার মনের মালিন্য দূর করিতে যত্নবান্ হও। আমি জননীকে অতিশয় কাতর দেখিয়া বিনয়-নম্র বচনে নানাবিধ আশ্বাস প্রদান করিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি বলিলাম বৎস ধনঞ্জয়! তুমি ধনুক দ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া এই নারীকে লাভ করিয়াছ। আমার মতানুসারে তুমিই এই বরবর্ণিনীকে পরিণয়-মালা প্রদান কর।

সুধীর ধনঞ্জয় অধোবদনে আমার প্রতি কহিলেন, আর্য্য আমি ভবদীয় আজ্ঞানুবর্ত্তী। অতএব আপনার কি আমার প্রতি বিধি-পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রদান করা হইল? হে নরেন্দ্র! প্রথমে আপনি দার পরিগ্রহ করুন, তৎপরে মহাত্মা ভীমসেন, অতঃপর আমি, অনন্তর নকুল ও সহদেব। এই প্রকার ব্যবস্থা ত শাস্ত্রানুসারে কথিত আছে। সে যাহা হউক, আমরা ত্বদীয় নিতান্ত বশম্বদ। এক্ষণে যাহা বিধি-সিদ্ধ ব্যবস্থা হয়, আপনি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন।

আমি অর্জ্জুনের অসাধারণ শীলতা সন্দর্শনে আনন্দিত চিত্তে ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া, এবং জননী বাক্য প্রতিপালনের জন্য, পঞ্চ ভ্রাতায় একত্রিত হইয়া দ্রৌপদীর প্রতি শুভদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিলাম। সুরূপা দ্রুপদনন্দিনী প্রসন্ন মনে ও কোমল-নয়নে আমাদের পঞ্চ ভ্রাতার প্রতিই প্রণয়ানুরাগে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি অনুজগণের ও যাজ্ঞসেনীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া ভ্রাতৃগণের প্রতি বলিলাম, দেখ অনুজগণ এই সুলক্ষণা ইন্দুবদনা দ্রুপদরাজনন্দিনী আমাদের সকলেরই ধর্ম্মপত্নী হইলেন। জননী কুন্তী দেবী শ্রবণ মাত্রেই আহ্লাদিত-চিত্তে কল্যাণ-কর বাক্যে কহিলেন, বৎসগণ তোমরা সকলে আমার অনুমতিক্রমে এই রাজতনয়াকে লইয়া পরম সুখে কালাতিপাত কর।

আমাদিগের এবম্প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমত সময় বৈকুণ্ঠ-পতি রাম কৃষ্ণ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় যথাবিধি নিয়মে সেই যজ্ঞেশ্বরকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলাম। তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সমস্ত সুসম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা আনন্দমনে শ্রীকৃষ্ণসমীপে সবিস্তর সমস্ত বর্ণন করিলাম। অনন্তর কেশব পরমাহ্লাদিত হইয়া জননী কুন্তী দেবীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক যথাবিধি নিয়মে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। মাতা আমার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন বৎস দেবকীনন্দন আমরা যে এস্থানে অবস্থিতি করিতেছি তোমরা কি প্রকারে জানিতে পারিলে? কৃষ্ণ সহাস্য বদনে কহিলেন আর্য্যে আমার অজানিত কিছুই নাই। আর আমি ইহা স্থির জানি যে, রাজা দ্রুপদের বিমানস্থিত লক্ষ্য পাণ্ডবগণ ব্যতিরেকে অন্যে কখন বিদ্ধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে আমাদের মনের সন্দেহ ভঞ্জন হইল। আপনি অনুমতি করুন, আমরা গৃহে প্রতিগমন করি। এই বলিয়া আমাদের নিকট বিদায় লইয়া যানে আরোহণ করত দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন।

দেখ দেবি! আমার আর এক কথা স্মরণ হইল, আমরা যৎকালীন সভা হইতে দ্রৌপদীকে লইয়া কুলাল-গৃহে জননী-সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিলাম, তৎকালে দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন মনোমধ্যে ভাবিত হইয়া, গুপ্তভাবে আমাদের আবাসের অন্তরালে থাকিয়া, রজনীযোগে আমাদের পঞ্চ ভ্রাতার পরিচয় লইবার জন্য সেই স্থানে রজনী যাপন করিয়াছিলেন, এবং আমাদিগের আত্মবৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাত হইয়া পর দিন প্রভাতে দ্রুপদ সন্নিধানে গমন করত সমস্ত অবগত করাইলেন। মহারাজ দ্রুপদ পুত্রকে স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আত্মজ তুমি সত্য অবলম্বন-পূর্ব্বক বল, আমার যাজ্ঞসেনী কন্যাকে কে লইয়া গিয়াছে এবং কন্যাত আমার অপাত্রে অর্পিত হয় নাই? আমি তনয়ার গমনাবধি সেই ভাবনা করিতেছি। বৎস ইতি পূর্ব্বে যে কল্পনা করিয়া যাঁহাদের নিমিত্ত সেই বিমানদেশে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া

ছিলাম, সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয়েরা কি অদ্যাবধি জীবিত অবস্থায় আছেন? অতএব তুমি আমাকে সবিশেষ জ্ঞাত করাইয়া ভাবনার্ণব হইতে উত্তীর্ণ কর। এই প্রকার বলিতে বলিতে রাজা দ্রুপদ কাতর নয়নে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজকুমার রাজার প্রতি বিনয়নম্র বচনে কহিলেন।

হে পিতঃ আর চিন্তা করিবেন না। আমাদের চিন্তা দূর করিবার জন্য চিন্তামণির পরম সখা বীরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয়ই আপনার কন্যা লাভ করিয়াছেন। আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আমি যখন প্রচ্ছন্ন বেশে তাঁহাদের আবাসে গমন করিয়াছিলাম এবং তথায় রজনী-যোগে যে সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদয় আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন্। দিনমণির অস্তাচল গমনের পরেই, সন্ধ্যার প্রাক্কালে দ্রৌপদী-জয়ী সেই মহাবল তেজস্বী বিপ্রতনয় ও তাঁহার সমভিব্যাহারী আর একজন দুর্জ্জয় পরাক্রমশালী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বলবান্ বীরপুরুষ, (যিনি সভা হইতে যাইবার কালীন রাজগণের প্রতি এক প্রকাণ্ড দ্রুম লইয়া ধাবমান হইয়াছিলেন,) দ্রৌপদী সমভি-ব্যাহারে এক কুলালগৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় আবার দেখিলাম্ এক নারী বারি-গলিত নয়নে গৃহের মধ্য হইতে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসগণ তোমরা কোথায় গিয়াছিলে, আমি তোমাদের আসিবার পথ এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। লক্ষ্যভেদী বলবান বটু আহ্লাদ সহকারে বলিলেন; জননী আমরা অদ্য এক উত্তম ভিক্ষাবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি শ্রবণমাত্রেই কহিলেন, বৎসগণ তোমরা প্রাপ্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ কর। দ্রৌপদী জয়ী সেই তাপস তাঁহার মাতার বাক্য শ্রবণে কহিলেন, মাতঃ কি অযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। দ্রুপদ-তনয়াকে কি দৃষ্টি করেন নাই।

তাঁহার মাতা গৃহ হইতে সহসা বহির্গত হইয়া দেখিলেন, তনয়-দ্বয়ের পশ্চাতে এক পরমা সুন্দরী রমণী দণ্ডায়মানা আছে। তদ্দর্শনে

তাঁহার মাতা অতিশয় লজ্জিত হইয়া দ্রৌপদীর হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট গমন করিয়া কি বলিলেন আমি তৎকালে তাহা সবিশেষ অবগত হইতে পারি নাই। তাঁহারা যখন পঞ্চ ভ্রাতায় একত্র হইয়া বিশ্রামার্থে শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন এবং পরস্পর যে প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন, তৎশ্রবণে আমি জানিলাম যে ইহাঁরা অবশ্যই মহারাজ পাণ্ডুর তনয় হইবেন। দেখ পিতঃ, আর এক কথা আমার স্মরণ হইল। জনসমাজে এরূপ ঘোষণা শ্রবণ করিয়াছি যে পঞ্চ পাণ্ডবেরা জতু গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, কুন্তী সহিত ছদ্মবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। যদি দৈবায়ত্ত তাঁহারা এ স্থানে আসিয়া থাকেন, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কেন না জগদীশ্বরের মহিমাতে সকলই হইতে পারে।

বৃদ্ধ রাজা দ্রুপদ পুত্রপ্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত সমস্ত সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া, স্বীয় পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া, অতি সত্বরে তাঁহার কুল-পুরোহিত ও একজন সম্ভ্রান্ত ভৃত্যকে আমাদের আবাসে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা দুই জনে বিচিত্র ভূষিত যানে আরোহণ করত, আমাদের আবাস সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে আমরা সকলে একত্রিত হইয়া কুলাল গৃহে কুশাসনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি, সেই সময় তাঁহারা দুই জনে আমাদের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃত্য সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণকে আগত দেখিয়া, আমরা আগ্রহাতিশয়-পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলাম। দ্বিজরাজ আসনে বিরাজমান হইয়া আমাদিগকে জয়াশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে মঙ্গল সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, হে পঞ্চ তাপস নন্দনেরা, পাঞ্চালাধিপতি আপনাদিগের প্রতি কহিয়াছেন, যে আপনারা আমার ভবনে শুভাগমন পূর্ব্বক আমাকে সন্তুষ্ট করিবেন। অতএব হে তাপসগণ মহারাজ দ্রুপদ এক্ষণে আপনাদিগের বিয়োগে দুঃখিত মনে, নিজ ভবনে বাস করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত আপনারা তথায়

গমন না করেন, এবং আপনাদিগের কুলপরিচয় সবিশেষ রূপে জ্ঞাত না হন, ও কৃষ্ণা-জিনধারী, দেবতুল্য রূপবান্ যে মহাপুরুষ লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাকে যে পর্য্যন্ত বেদবিধানানুসারে কন্যা রত্ন দান করিতে না পারেন, তদ্দিবসাবধি তিনি অতিশয় চিন্তাকুলিত থাকিবেন।

আমি তৎশ্রবণে দ্রুপদপ্রেরিত বিপ্রকে বলিলাম হে দ্বিজরাজ আমাদের কুলপরিচয় সবিশেষ কি বলিব, যৎকালীন সেই স্বয়ম্বর স্থলে মদীয় ভ্রাতা ত্বদীয় রাজার বিমানস্থিত লক্ষ্য যে প্রকারে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দ্বারাই সমস্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আর অধিক কি পরিচয় দিব। সে যাহাহউক, হে দ্বিজরাজ মহারাজ দ্রুপদ যখন প্রযত্ন সহকারে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন সেজন্য আমরা নিতান্ত বাধিত হইলাম এবং তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য আমরা সকলে তথায় গমন করিতেছি।

এই বলিয়া আমরা পুরোহিত সমভিব্যাহারে রাজপ্রেরিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলাম।

অনন্তর কিঞ্চিৎক্ষণ পরেই সেই গমন-যান শান্ শান্ বেগে রাজ দ্বারে উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ জননী কুন্তী দেবী পাঞ্চালীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করত রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজমহিষীর মহা অভ্যর্থনা দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

এদিকে আমরাও ক্রমে ক্রমে পঞ্চ ভ্রাতায় রাজ সভায় সমুপস্থিত হইলাম। তদ্দর্শনে মহারাজ দ্রুপদ আমাদিগকে মহা অভ্যর্থনা করিয়া রাজাসনে উপবেশন করাইলেন। আমরা রাজাজ্ঞানুসারে পরম প্রীত হইয়া তদুপরি উপবেশন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজ-ভৃত্যেরা সুখাদ্য পানীয় ও ভোজনীয় দ্রব্য সকল আয়োজন করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিল। আমরা রাজাজ্ঞা লইয়া ভোজনা-গারে গমন পূর্ব্বক যথাসাধ্য ভোজন করিয়া পুনরায় রাজ সভায়

আসিয়া দেখিলাম, যে মহারাজ দ্রুপদ কৌশল ক্রমে আমাদের পরিচয় লইবার জন্য; সেই সভাস্থলে কতিপয় যুদ্ধসামগ্রী, ও স্থানে স্থানে শতশত মহামুল্য রত্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা সেই সকল আশ্চর্য্য বস্তু অবলোকন করিতেছি, এমত সময় এক জন রাজামাত্য সভা হইতে উত্থিত হইয়া কহিলেন; হে যৌবনাগত তাপস তনয়েরা আপনাদিগের সম্মুখবর্ত্তী যে সমস্ত বস্তু প্রস্তুত আছে, তন্মধ্যে কোন্ বস্তু আপনাদিগের গ্রহণ করিতে অভিলাষ হয়। আপনারা অবাধে সেই সমস্ত গ্রহণ করুন। কারণ আপনাদিগের উপহারের জন্য ঐ সমস্ত প্রস্তুত আছে। আমরা তাঁহার অর্থ যুক্ত বাক্য শ্রবণে, যে সকল সামগ্রী যুদ্ধে প্রয়োজন হইবে সেই সকল বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। তদ্দর্শনে পাঞ্চা-লাধিপতি মহারাজ দ্রুপদ পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া মৃদু মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তেজস্বী তরুণবয়স্ক তাপসনন্দন! আপনারা কোন্ বংশোদ্ভব? ক্ষত্রিয় বংশ, কি বিপ্রবংশ; কিম্বা স্বয়ম্বর কালে দেবাকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানব রূপ ধারণ করিয়া দ্রৌপদীর মনোরথ পূর্ণ করণাভিলাষে এই ভূমণ্ডলে কি আগমন করিয়াছেন? নতুবা এরূপ রূপের সৌন্দর্য্য ও সুগঠন মানবমণ্ডলীর মধ্যে কখনত দৃষ্টি করি নাই।

রাজ বাক্য শ্রবণে আমি বলিলাম মহারাজ আপনি ভাবনা পরি-ত্যাগ করুন, আপনার প্রতিজ্ঞা ও মনোরথ সমস্ত সফল হইয়াছে। মহারাজ আমরা ক্ষত্রিয় কুল সম্ভূত, স্বর্গীয় মহারাজ পাণ্ডু আমাদের পিতা এবং আমাদের জননী কুন্তী দেবী। যিনি আমাদের সমভি-ব্যাহারে আগমন করিয়া আপনার অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন সেই কুলকামিনী আমার জননী। রাজা দ্রুপদ শ্রবণ মাত্র পরম প্রীত চিত্তে আমাকে বলিলেন; বৎস ধর্ম্মপ্রবীর যুধিষ্ঠির তোমার পিতা মহামান্য পাণ্ডু রাজা আমার পরম সখা ছিলেন, তুমি তাঁহার

পুত্র : আর অধিক কি বলিব, আমি শ্রবণ মাত্রেই আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, অতএব তুমি সম্মতি প্রদান করিলেই আমি অবিলম্বে মহাবাহু অর্জ্জুনকে কন্যা রত্ন দান করি। হে ধর্ম্মাত্মজ তোমার অভিপ্রায় কি ?

আমি বিনয়-নম্র বচনে বলিলাম, হে নরনাথ! আমাদের পঞ্চ ভ্রাতার অদ্যাবধি কাহারও দার পরিগ্রহ হয় নাই; বিশেষতঃ এক সত্য প্রতিবন্ধক আছে। মহারাজ তৎসমুদায় ত্বদায় সন্নিকটে বর্ণন করিতেছি-আপনি শ্রবণ করুন। আপনি যৎকালীন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরার্থে সমাচার ঘোষণা করেন, সেই সময় আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় সভাস্থলে বিপ্রগণের সহিত দর্শনাভিলাষে আগমন করিয়া ছিলাম। ধনঞ্জয় নিমন্ত্রিত রাজগণকে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অক্ষম দেখিয়া ক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ করত, দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। অনন্তর আমরা সকলে তৎকালে একত্রিত হইয়া, জননী সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিলে পর, অর্জ্জুন অগ্রে জননীকে আহ্বান করিয়া নিবেদন করিলেন মাতঃ আমরা এক উত্তম ভিক্ষা-বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি। জননী কুন্তী দেবী তদ্বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহেন; সরল স্বভাব বশতঃ বলিলেন; বৎস অর্জ্জুন আমার বাক্যানুসারে তোমরা পঞ্চ ভ্রাতায় সমভাগে গ্রহণ কর। আমরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে পঞ্চ ভ্রাতায় দ্রৌপদীকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। অতএব হে রাজন্ সত্য একই। সত্য উল্লঙ্ঘন করিয়া মাতৃ-বাক্য কদাপি অন্যথা করিতে পারিব না। হে ধর্ম্মপ্রতিপালক ভূপতি আপনি সদয় হইয়া সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক, বেদবিধানানুসারে আমাদের পঞ্চ জনকে দ্রৌপদী রত্ন সম্প্রদান করুন।

আমার বাক্য শ্রবণে পাঞ্চালেশ্বর, তনয়ার বিবাহের বিপরীত ঘটনা দেখিয়া আমাকে বলিলেন; হে ধর্ম্মরাজ কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রে এবম্বিধ ব্যবস্থা লিখিত আছে যে এক নারী পঞ্চ জনকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে। দেখ যুধিষ্ঠির মানবগণে অভিলাষক্রমে বহু বিবাহ

করিলেও করিতে পারে। কিন্তু অবিবাহিতা কামিনীর পরিণয়ের সময়ে এক পাত্রেই সম্প্রদান হয়, এক নারীর পঞ্চ স্বামী কুত্রাপি কাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হে ধর্ম্মাত্মজ যুধিষ্ঠির, তোমা হইতে কেবল অদ্য এই অসম্ভাবিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিলাম।

দেখ দেবি! আমি রাজবাক্য শ্রবণে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলাম; হে অমিতবুদ্ধি নরেন্দ্র ধর্ম্ম আমার প্রতি নিয়মিত প্রকৃতিতে সংস্থাপিত আছেন, আমি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম কখন করিতে প্রবৃত্ত হইবনা। সেই জন্য আপনার কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। অতএব হে নরাধিপ! আপনি সম্মতি প্রদান করুন, মনোমধ্যে কোন দ্বিধা করিবেন না। এই প্রকার আমাদের কথোপকথন হইতেছে; এমত সময় সেই সভাস্থলে জটাজিনধারী, শুদ্ধস্বভাব পরাশরাত্মজ মহর্ষি বেদব্যাস আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, যথানিয়মে দ্বিজোত্তমের সৎকার করিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন পরম পরিতোষ পূর্ব্বক সমস্ত কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসিয়া দর্ভাসনে উপবেশন করিলেন। মহর্ষি উপবেশন করিলে পর, দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন করদ্বয় একত্রিত করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, মৃদুস্বরে পরাশর তনয়ের প্রতি কহিলেন, হে বেদাঙ্গভূষিত মুনিরাজ ত্বদীয় সন্নিধানে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়কুলের এই কি নিয়ম আছে, যে এক কামিনীর পঞ্চ জনের সহিত বিবাহ হয়, কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রানুসারে এরূপ বলেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া মাতৃসম এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া দুহিতা সম। কিন্তু রাজনন্দন যুধিষ্ঠির কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবম্বিধ ব্যবহারের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। হে বেদকুশল দ্বিজোত্তম, আপনি কৃপা করিয়া ঐ অদ্ভুত ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন।

দ্রুপদাত্মজের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে আমি অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলাম, হে দ্রুপদতনয় তুমি আমার প্রতি অন্যায্য বাক্য

প্রয়োগ করিও না। ধর্ম্ম যে কাহাকে বলে, তাহা বোধ করি, তুমি অদ্যাবধি জ্ঞাত নহ। এই ভারত ভূমির মধ্যে প্রধান গুরুই বা কে এবং ধর্ম্মই যে কাহাকে বলে, তাহার মর্ম্ম, বোধ হয় অদ্যাবধি তোমার মনোমধ্যে প্রবেশ করে নাই। হে ধর্ম্ম বিহীন রাজনন্দন এই সংসার মধ্যে পিতা মাতার তুল্য পরম গুরু আর কেহ নাই। যাঁহাদের প্রতিপালনের ঋণ শত অংশের এক অংশও পরিশোধ করিতে পারা যায় না। যাঁহাদের আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া, সেই নিরাশ্রয় বাল্যাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, আমরা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। আহা সেই পরম হিতৈষিণী জননীর বাক্য অবহেলন করিয়া আত্ম মতে চলিব? হে চঞ্চলস্বভাব রাজতনয়, ধর্ম্ম তখন কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিবেন। দেখ রাজনন্দন, শাস্ত্রের বহির্গত কিছুই নাই। শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে, যে গৌতম বংশীয় জটিলা নাম্নী এক তাপসকন্যা সাত জন ঋষির পাণি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। বাক্ষী নাম্নী এক মুনি-তনয়া দশ জন মুনি-পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রবিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, যে গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। সে জন্য আমি ধর্ম্মানুসারে চলিব। কখন ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিব না। আমার বাক্য একই, কদাপি বিচলিত হইবার নহে। আমাকে মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য, যদ্যপি সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিতে হয়, তথাপি জননী বাক্য উল্লঙ্ঘন করিব না।

মহর্ষি বেদব্যাস এই সকল বাক্য শ্রবণে উভয় পক্ষের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কহিলেন; হে রাজন্ হে রাজনন্দন, হে বৎস পঞ্চ পাণ্ডু তনয়েরা, আমি তোমাদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে, সবিশেষ বলিতেছি শ্রবণ কর। যে দ্রৌপদীর জন্য তোমরা অনিত্য ভাবনা করিতেছ, সেই দ্রৌপদীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবধান কর; ঐ মনস্বিনী পূর্ব্বে এক

মুনির দুহিতা ছিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পতি লাভার্থে কৈলাসনাথ শঙ্করের আরাধনা করাতে, সেই মহোপকারী মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মনস্বিনী মনোমধ্যে পরমাহ্লাদিত হইয়া ভবানীপতির নিকট পঞ্চ বার পতি প্রার্থনা করাতে তিনি কহিলেন তপস্বিনী তুমি আমার নিকট পঞ্চ বার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পতি লাভার্থে যাচ্ঞা করিলে। অতএব তুমি পর জন্মে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী হইয়া, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পঞ্চ পতির পত্নী হইয়া; পরম সুখে কালাতিপাত করিবে। এই বলিয়া মহাযোগী মহেশ্বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই মুনিকন্যা, মহেশ্বরের বর প্রভাবে এক্ষণে দ্রুপদাত্মজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আর এই পঞ্চ পাণ্ডব ঐ কামিনীর স্বামী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবেন। আমি যাহা যোগ-বলে জানিয়াছিলাম সে সমস্ত তোমাদের নিকটে সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। অতএব হে পাঞ্চালাধিপতি মহারাজ দ্রুপদ, পাঞ্চালীর জন্য আর ভাবনা করিবেন না। কারণ সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ দেবদেব মহাদেব যখন এরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন; সে সমস্ত কখনই লঙ্ঘন হইবে না। দেখ রাজন্ আমিও ত্বদীয় সন্নিধানে অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি বেদবিধানানুসারে পঞ্চ পাণ্ডবকে মহা সমারোহে কন্যা সম্প্রদান কর। মহারাজ তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। রাজা দ্রুপদ ব্যাস বাক্য শ্রবণে বলিলেন; আমি এবিষয়ের সবিশেষ মর্ম্ম কিছুই অবগত নহি। ভগবান্ মহেশ্বর যখন এরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন এবং আপনিও এক্ষণে অনুমতি প্রদান করিতেছেন। অতএব আর আমার অন্য কোন সংশয় নাই। আপনি প্রসন্ন হউন, আমি অবিলম্বে শুভ-দিন নির্ণয় করিয়া, পঞ্চ পাণ্ডবকে কন্যা দান করিব।

দেখ দেবি! আমি যে সমস্ত বর্ণন করিলাম, তৎসমুদয় আপনি শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে আমাদের বিবাহ যে প্রকারে হইয়াছিল,

সে সমস্ত পুনরায় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন। রাজা দ্রুপদ দুহিতার পরিণয় হইবার জন্য, দিন স্থির করিয়া, চতুর্দ্দিকে প্রতিহারীগণকে নিমন্ত্রণার্থে প্রেরণ করিলেন। তাহারা কতিপয় দিবস মধ্যে আশ্রমবাসী তাপসগণকে ও অপরাপর বন্ধু বান্ধবদিগকে সমুচিত সম্মান-পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যাগত হইল। রাজভবন মধ্যে রাজভৃত্যেরা পরস্পরে নানাবিধ কর্ম্মের ভার গ্রহণ-পূর্ব্বক, প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল উদ্যোগ করিতে লাগিল। এবং নগরের চতুর্দ্দিকে বিবিধপ্রকার বাদ্য সংযোগে নর্ত্তকীগণ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। সেই সময়ে নগরের চতুর্দ্দিকে আনন্দ-ধ্বনিতে সমুদ্র নির্ঘোষের ন্যায় ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল। মহারাজ দ্রুপদের রাজবাটী শিল্প-কারেরা সুসজ্জিত করিতে লাগিল। পুরী-বেষ্টিত প্রাচীর সকল গ্রথিত কুসুম-মালে। সুশোভিত, প্রাসাদ সকল বৈদূর্য্য-মণিতে বিভূষিত, তদুপরি বিবিধ প্রকারের রাজপতাকা সকল পবনান্তরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল এবং রাজসভার কিঞ্চিৎ অন্তরে স্কন্ধাবার সকল প্রথানুসারে সুসজ্জিত হইল।

এ দিকে রাজসভায় রাজেন্দ্রগণ মহামূল্য রত্ন ও রজি-সম্বন্ধীয় বস্ত্র সকল লইয়া যৌতুক দানার্থে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি ও মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ-গণ জয়োচ্চারণ করিতে করিতে সেই সভায় সমুপস্থিত হইলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে সকলে সেই সভায় সমাসীন হইলে পর, রাজা দ্রুপদ আমাদের পঞ্চ-ভ্রাতাকে রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দ্রৌপদীকে বিধি-পূর্ব্বক আমাদের পঞ্চজনকে সম্প্রদান করিলেন। আমরা পরম-প্রীত-চিত্তে রাজবেশ ধারণ-পূর্ব্বক দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। তথায় আবার কতিপয় রমণীগণ মণিময় রত্নে বিভূষিতা হইয়া, আমাদিগকে বেষ্টিত করিয়া বসিলেন। আহা তৎকালে তাহাদের রূপের মাধুরী আর অধিক কি বলিব। যেমন প্রশস্ত সরোবর মধ্যে শ্বেতাম্বুজ বেষ্টিত নীলোৎপল প্রস্ফুটিত হইলে

রমণীয় শোভা প্রকাশ হয়; তদ্রূপ সেই সুরূপা, সুশীলা সর্ব্ব-গুণে বিভূষিতা দ্রুপদ-দুহিতা সহচরীদিগের নিকটে শোভা পাইতে লাগিলেন। কোন কোন সহচরী দ্রৌপদীর প্রতি ইঙ্গিত বাঁক্য দ্বারা পরিহাসচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, তরুণ-কমল-নয়নে! তোমার নববয়স্ক সৌন্দর্য্যশালী পতিগণের প্রতি প্রীত নয়নে দৃষ্টি-পাত কর, এবং মৃদু মধুর বচনে এই নায়কগণের সহিত প্রসন্ন মনে বাক্যালাপ কর। অয়ি রাজ-দুহিতে! তোমার বদন-কমল নিরীক্ষণ করিয়া এই অধৈর্য্য মধুকরেরা ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অক্ষম হইতেছেন।

আমরা রমণীগণের পরিহাস শ্রবণে বয়সা-গণের প্রতি কহিলাম, হে প্রিয়সখীগণ! একারণ নায়কগণ তোমাদিগকে প্রিয়ম্বদা বলিয়া সম্বোধন করেন। সে যাহা হউক, আপনারা যে, এ অধীনগণের প্রতি আনন্দিত আছেন, সেও আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। দেখ দেখি এই প্রকার হাস্য পরিহাস চ্ছলে সেই রমণী-গণের সহিত যামিনী যাপন করিলাম।

অনন্তর রজনী-গতান্তে দিনমণি যখন পূর্ব্বদিক হইতে দিবসের প্রতি পূর্ণ-জ্যোতিঃ প্রদান করিলেন, আমরা তদ্দর্শনে সকলে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক করুণবচনে করুণাময় কমলাপতির উপাসনা করিয়া যাজ্ঞসেনী সমভিব্যাহারে জননী-সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। মাতা আমার সেই নব বধূ দ্রৌপদীকে পাইয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিতা হইলেন, এবং রাজান্তঃপুরবাসী মহিষীগণ মহানন্দ মনে আমাদিগকে লইয়া, আনন্দ-সূচক মহোৎসব করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে আমরা কিয়দ্দিবস তথায় বাস করিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমরা যে পঞ্চ ভ্রাতায় জননী সহিত দ্রুপদভবনে পাঞ্চালীকে লইয়া অবস্থিতি করিতেছি, এই ঘোষণা ক্রমে ক্রমে দিগ্‌দেশে প্রচার হইতে লাগিল। হস্তিনানগরে যখন পিতামহ ভীষ্মদেব ও মহাত্মা বিদুর এই সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহারা আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্রগণের নিকট সবিশেষ বর্ণন করিলেন। তাঁহারা শ্রবণ মাত্রে লৌকিক আনন্দ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। মহাত্মা বিদুর তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ভীষ্ম দেবের সন্নিধানে আমাদিগকে আনিবার জন্য নিবেদন করিলেন। কুরুকুলাগ্রগণ্য মাহাত্মা ভীষ্মদেব পরমানন্দিত হইয়া, বিদুরের প্রতি আদেশ প্রদান করত কহিলেন, হে ধার্ম্মিক বিদুর, তুমি অবিলম্বে পঞ্চ পাণ্ডবের জন্য মহামূল্য রত্নাদি লইয়া সুসজ্জিত যানে আরোহণ করত তথায় গমন কর। ধর্ম্মরাজ বিদুর শ্রবণ মাত্রেই গমনোপযোগী দ্রব্য সকল লইয়া সুসজ্জিত যানে আরোহণ করিলেন। সারথি সত্বর অশ্ব চালনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে দ্রুপদ-পরিরক্ষিত পাঞ্চাল দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অতঃপর বিদুর মহোদয় রথ হইতে অবরোহণ করিয়া, অবিলম্বে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা দ্রুপদসন্নিধানে সমাসীন হইয়া কথোপকথন করিতে ছিলাম, সহসা তাঁহাকে সেই সভামধ্যে সন্দর্শন করিয়া, সত্বর গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম এবং অর্থ সংযুক্ত বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সমস্ত সুসংবাদ জিজ্ঞাসিয়া, তদীয় সন্নিধানে দণ্ডায়মান রহিলাম। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

মহারাজ দ্রুপদ, মহাত্মা বিদুরকে দেখিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিয়া মহামূল্য রত্নাসনে উপবেশন করাইলেন। ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর সম্মানিত হইয়া, বৈবাহিক-চ্ছলে নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, অন্তঃপুরে জননী কুন্তী দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। জননী আমার বিদুরকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তিনি কুন্তী দেবীকে অভিবাদন পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এমত সময় জননী আমার নব বধূর বদন দেখাইবার জন্য, বিদুর সম্মুখে দ্রৌপদীকে আনয়ন করিলেন। এবং বলিলেন হে বুদ্ধি-কুশল বিদুর তোমার বুদ্ধি-বলে আমরা যে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, তাহা আর অধিক কি বলিব। সে সমস্ত শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। বিদুর বাষ্পাকুল-লোচনে কহিলেন, দেবি' আর পরিতাপ করিবেন না। প্রাজ্ঞবর ভীষ্মদেব আমাকে কহিয়াছেন, যে তুমি অতি সত্বরে পাণ্ডবগণকে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিবে। হে দেবি আপনি পঞ্চপুত্র ও নব বধূকে লইয়া তথায় গমন করিতে যত্নবতী হউন। আর এই যে মহামূল্য রত্নাভরণ সকল ভীষ্মদেব আপনাদিগকে দিয়াছেন, আপনি অবিলম্বে নববধূ দ্রৌপদীকে অর্পণ করুন। মাতা কুন্তী দেবী বিদুরবাক্য শ্রবণে বলিলেন, হে ধর্ম্মপালিত বিদুর! তোমার সৎপরামর্শানুসারে সেই সকল দুঃসহ ক্লেশরাশি হইতে মুক্ত হইয়া, দ্রুপদাত্মজা যাজ্ঞসেনীকে যখন পাইয়াছি, আর যখন পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং মহামান্য শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দেব যখন প্রযত্ন সহকারে আহ্বান করিয়াছেন, তখন আমাদের স্বদেশে গমন জন্য কিছু মাত্র বাধা নাই। তুমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত রাজা দ্রুপদকে অবগত করাইয়া, হস্তিনায় যাইতে প্রস্তুত হও।

খুল্লতাত বিদুর কুন্তী দেবীর বাক্য শ্রবণ মাত্রেই দ্রুপদ সন্নিধানে

গমন করিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, রাজাকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন; মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্মদেব আপনাকে যত্ন সহকারে কহিয়াছেন, যে "আপনি দ্রৌপদীকে পঞ্চ পাণ্ডব ও কুন্তী সমভিব্যাহারে হস্তিনানগরে প্রেরণ করিবেন, কারণ বহু দিবস হইল পাণ্ডবগণকে আমরা দর্শন করি নাই"। অতএব যদি জগদীশ্বরের কৃপাবলে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তবে অবিলম্বে তথায় যাইতে আদেশ করুন। রাজা দ্রুপদ তৎসমুদয় শ্রবণে বিদুর-সন্নিধানে কহিলেন, কুরুকুলাগ্রগণ্য ভীষ্মদেব ও রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রকে আমার শত শত প্রণাম জানাইবেন। আমি তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী। অতএব অতি সত্বরে ভবদীয় সমভিব্যাহারে তথায় প্রেরণ করিতেছি। তদ্বিষয়ে কিছু অন্য মত নাই।

অনন্তর রাজা দ্রুপদ, আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসগণ! তোমরা অন্তঃপুরে গমন করিয়া, উত্তমোত্তম পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক হস্তিনা গমনে সজ্জিত হও। আমরা রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্রেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। তৎকালে রাজতনয়া দ্রৌপদী বিবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইবার মানসে স্বীয় সহচরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! তুমি কোথায়, আমাকে কি একবারে বিস্মৃত হইয়াছ? হে প্রিয়ম্বদে প্রিয়সখি! এক্ষণে কাল বিলম্ব করিবার সময় নাই, তুমি সত্বর আসিয়া আমাকে সুসজ্জিত করিয়া দাও। আমি অদ্য পঞ্চপাণ্ডবের সহিত হস্তিনায় গমন করিব। দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণে সহচরী সহসা আসিতেছিল,—এমত সময় সেই স্থানে দ্রৌপদী-পালিত হরিণশিশুকে নিদ্রিত দেখিয়া, আক্ষেপ প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহাকে কহিল; রে মৃগশাবক! তুমি এখনও সুখে নিদ্রা যাইতেছ। কিছুমাত্র জানিতে পার নাই, যে মৃগনয়নী রাজনন্দিনী সর্ব্বদা তোমায় যত্ন সহকারে খাদ্য প্রদান করিতেন, সেই

কুরঙ্গ-নয়না দ্রুপদকুমারী পঞ্চ-পাণ্ডবের রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া, তোমাকে বিস্মরণপূর্ব্বক হস্তিনায় গমন করিতেছেন। এইরূপ বলিতেং সহচরী ত্বরিত গমনে দ্রৌপদী সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সরলস্বভাবা দ্রৌপদী প্রিয়সখীর সন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া মৃদু মধুর বচনে স্বীয় মনোগত ভাব সকল প্রকাশ করিয়া কহিলেন; প্রিয়সখি! প্রিয়কান্তগণের সহিত সুসজ্জিত হইয়া অদ্য হস্তিনানগরে গমন করিব, তজ্জন্য তুমি বিবিধ ভূষণে আমার অঙ্গসৌষ্ঠব করিয়া দাও।

সহচরী, রাজকুমারীর মনোহর বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্যমুখী হইয়া, প্রিয় বয়স্যিনী রাজনন্দিনীর প্রতি পরিহাস-চ্ছলে কহিল অয়ি রাজ-দুহিতে! আমি অনিত্য ভূষণে তোমায় কি ভূষিতা করিব, তুমি যে সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট পাণ্ডবগণ ভূষণে শোভিত হইয়াছ। অতএব, জগদী-শ্বর করুন, ঐরূপ শোভিত হইয়া যেন চিরকাল সুখে অতিবাহিত হয়। দেখ প্রিয়বয়স্যিনি! নববয়স্ক পাণ্ডবগণের চন্দ্র বদন নিরীক্ষণ করিয়া এই চিরসেবিকা সহচরীকে যেন একবারে বিস্মৃত হইও না; এই অধীনীকে মনোমধ্যে এক এক বার স্মরণ করিও। রাজনন্দিনি! এ অধীনী তোমাকে পরিহাসচ্ছলে যে সকল কথা কহিল, সে সমুদয়ের দোষ গ্রহণ করিও না। তুমি যেন এই সকল বাক্য বিরুদ্ধ করিয়া মনোমধ্যে এদাসীকে দূষিত করিও না। সরলস্বভাবা রাজদুহিতা প্রিয় বয়স্যিনীর অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণান্তে, সেই ললনাকে কহিলেন; প্রিয়সখি! আমার প্রতি তোমার এই কি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করা হইল? দেখ সখি, তুমিও যেন অদ্যকার ভাবের মত ভাবিও না। আমার গমনান্তে একবারে যেন আমাকে বিস্মৃত হইও না। তোমাকে যদি কোন মন্দ কথা বলিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করিয়া, এক একবার আমাকে স্মরণ করিও। সখি তোমাকে কি বলিব, আমার হৃদয় মধ্যে তোমার গুণ গ্রথিত রহিয়াছে, অয়ি প্রিয়সখি

তোমার অদর্শনে আমার এক এক দিবস যুগান্তর বিবেচনা হইবে। সখি, আর এক কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখন আমার নিকটে আসিতে ছিলে সেই সময়ে আমার পালিত মৃগ শিশুকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতেছিলে? সখি তুমি মৃগশাবককে আমার নিকটে আনয়ন কর। সহচরী শ্রবণ মাত্রেই আনন্দিত চিত্তে মৃগশিশুকে আনিতে গমন করিল।

সহচরী কুরঙ্গশিশুর কোমলাঙ্গ হইতে বন্ধন রজ্জু বিমোচন করিবা মাত্র, মৃগ ম্রিয়মাণ-বদনে অবিলম্বে দ্রৌপদী সন্নিধানে যাইয়া, ঊর্দ্ধ মুখে কুরঙ্গনয়না রাজতনয়ার বদন-শশী অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাজ-দুহিতা দ্রৌপদী স্নেহভরে মৃগশাবককে সান্ত্বনা করিয়া, তাহার গাত্রে হস্ত চালনা করিতে লাগিলেন। এবং সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! আমি এই হরিণ শিশুকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব, তুমি ভাবনা হইতে নিবৃত্ত হও। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া পাণ্ডবালয়ে আমাকে যাইতে আদেশ কর। রাজদুহিতা সখীকে এই কথা বলিয়া সুসজ্জিত হইয়া, জননী প্রভৃতি স্বজনগণ সমীপে বিদায় লইয়া, জননী কুন্তী দেবীর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে আমরা রাজপরিধেয় পরিধানপূর্ব্বক, রাজাজ্ঞা ও রাজপুরবাসী সকলের নিকট বিদায় লইয়া, জননীসহিত একত্রে রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া, বিদুর মহোদয়ের আজ্ঞানুসারে রথে আরোহণ করিলাম। সারথি অশ্বগণকে কশাঘাত করিবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে রথ লইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনানগরে সমুপস্থিত হইল। আমাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে পুরবাসিগণ আনন্দমনে সকলে আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। রাজভবন-মধ্যে গুরুজনেরা মঙ্গলসূচক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। আমরা রথ হইতে অবরোহণ করিয়া, প্রথমতঃ গুরুজনদিগকে বন্দনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলাম, তৎপরে অপরা-

পর আত্মীয়গণকে ও জনপদবর্গকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। গৃহবাসী মহিলাগণ নববধূ দ্রৌপদীকে পাইয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে সকলেই মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে পর, একদা ধর্ম্ম-পরায়ণ বিদুর ও কুরুকুলপ্রধান ভীষ্ম আমাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বৎসগণ! আমরা এক সৎপরামর্শ প্রদান করিতেছি; মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ক্রূরবুদ্ধি দুর্য্যোধন তোমাদের সর্ব্বদা হিংসা ও অনিষ্ট বাঞ্ছা করে। অতএব তোমরা আমাদের মতানুসারে এই রাজ্য বিভাগ করিয়া, এস্থান হইতে প্রশস্ত খাণ্ডবপ্রস্থে উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া, তথায় পরম সুখে বাস কর। তাহা হইলে তোমাদের জ্ঞাতি-বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। বৎস ধর্ম্ম-রাজ! তোমরা লোক-বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত আছ, কিন্তু বিদিত বিষয়েও উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই জন্য আমরা তোমাকে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দিতেছি। তোমরা রাজপুত্র, সকলই অবগত আছ। তথাপি রাজ ভবনস্থ ব্যক্তির কোন বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে, জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। হে পাণ্ডু নন্দনগণ যাঁহারা অপ্রমত্ত চিত্তে সাবধান পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা সকলের প্রণয়াস্পদ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, পরমসুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিতে পারেন। বৎসগণ! এই সকল সুনিয়মে কালাতিপাত করিলে সকলেরই প্রণয়াস্পদ হইবে এবং সসাগরা পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারিবে।

হে দেবি! আমরা মহোদয় দ্বয়ের বাক্য শ্রবণে বিনয়নম্র বচনে কহিলাম হে আর্য্যক, হে ধর্ম্মপ্রতিপালক খুল্লতাত, আপনাদের আজ্ঞা আমরা শিরোধার্য্য করিলাম। আপনারা প্রসন্ন থাকিলে, আমরা যে স্থলে অবস্থিতি করিব সেই স্থানই আমাদের স্বর্গতুল্য হইবে। আপ-নাদের চরণে নমস্কার করি। আপনারা প্রসন্ন হউন। আমরা

অবিলম্বে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিতেছি। দেখ দেখি, তাঁহাদের অনুমতিক্রমে আমরা তথায় এক উত্তম সৌধশ্রেণী নির্ম্মাণ করাইয়া, সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম।

হে দেবি! আপনাকে দর্শন করিয়া আমি আত্ম-পরিচয় সমস্ত প্রদান করিলাম। কিন্তু এক্ষণেও আমার মনোভিলাষ নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব আপনাকে আর কি শ্রবণ করাইব তদ্বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন, আমি সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি।

এই প্রকারে নিদ্রাবস্থায় কথোপকথন হইতেছে, এমত সময় সর্ব্বরী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজভবন সন্নিকটে তমালবৃক্ষ হইতে স্বররাজ-শ্রেষ্ঠ কোকিলগণ সুমধুর স্বরে পঞ্চতাল সহযোগে রব করিতে লাগিল। আবার ইতস্ততঃ হইতে ভ্রমর ও মধুমক্ষিকাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আনন্দমনে কমলের মধু অন্বেষণে মত্ত হইয়া গুণ গুণ স্বরে গান করিতে লাগিল। নানাবিধ বিহঙ্গমগণ নিজ নিজ নীড়ে বসিয়া আত্মস্বরোচ্চারণ দ্বারা কর্ণকুহরে যেন সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল।

হঠাৎ এই সকল কলরব শ্রবণে রাজা যুধিষ্ঠির নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, নিকটে কেহই নাই, কেবল একাকী নিদ্রাবস্থায় প্রলাপ দেখিয়া আত্মপরিচয় দিতেছি। এক্ষণে দেবীইবা কোথায়, এবং যাহাদিগকে নিদ্রাবস্থায় দর্শন করিতেছিলাম তাঁহারাই বা কোথায়! অতএব হে করুণানিধান জগদীশ্বর আপনি কৃপা করিয়া আমাকে মোহ হইতে পরিত্রাণ করুন। আমি পূর্ব্বদিন দিবা-স্বপ্নে যে সমস্ত মনোমধ্যে ভাবিয়া ছিলাম, নিদ্রাবেশে এক মহাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া তৎসমুদয় আত্ম পরিচয় দিলাম। কিন্তু সে সমুদয় এক্ষণে আমার পক্ষে জলবিম্বের ন্যায় হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন এমত সময় সেই গৃহ-স্থিত এক শুক পক্ষী, দিবাকরের আলোক সন্দর্শনে পরম পুলকিত-

চিত্তে উপদেশচ্ছলে রাজার প্রতি কহিল, মহারাজ, গাত্রোত্থান করুন। রজনী প্রভাত হইয়াছে। মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রাতঃকৃত্য সকল বিস্মৃত হইতেছেন কেন। গাত্রোত্থান করুন। নিদ্রায় আর কাল অতীত করিবেন না। মোহবশে অকূল-ভবসিন্ধুর তীরস্থ হইবেন না। জগৎপতি পতিতপাবনকে স্মরণ করুন। রাজা যুধিষ্ঠির শুকপ্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন রজনী প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্যদেব সহাস্য বদনে স্বীয় রশ্মি বিস্তার করিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জীবগণকেই আনন্দ প্রদান করিতেছেন। তখন পাণ্ডবকুলতিলক যুধিষ্ঠির পালিত শুকপক্ষীর প্রতি নিরীক্ষণ করত কহিলেন, হে বুদ্ধিমান শুক, তুমি উত্তম সময়ে আমাকে সতর্ক করিলে। আমি মহামায়ায় মুগ্ধ হইয়া দেবী মূর্ত্তি দেখিয়া নানাবিধ পরিচয় দিলাম। কিন্তু নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, সকলই ভ্রান্তি।

এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় মহাবাহু ভীমসেন, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ও যমজ নকুল ও সহদেব চারি জনে আসিয়া অগ্রজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ গত রজনীযোগে নিদ্রাবস্থায়, এক দেবীকে লক্ষ্য করিয়া, আমাদের শৈশবাবস্থা অবধি এবং খাণ্ডবপ্রস্থ বিভাগ পর্য্যন্ত, সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক সকল পরিচয় প্রদান করিলাম। কিন্তু রজনী প্রভাত হইবা মাত্র নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, সকলই মানসিক কল্পনা মাত্র।

তৎশ্রবণে অর্জ্জুন কহিলেন হে নরেন্দ্র! সামান্য নরের ন্যায় ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন কেন? ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য ও সংযম এই সমস্ত গুণই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী। অতএব হে রাজন্! আপনি নিয়মিত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, রাজ্যশাসন ও প্রজারঞ্জন কার্য্যে যত্নবান্ হউন, এবং পূর্ব্ব ভাবনা আপনার হৃদয়-মন্দির হইতে দূরীভূত করুন।

কারণ, মায়া, মানবগণকে আশ্রয় করিয়া, অবিহিত রূপে ক্লেশ প্রদান করে। মহারাজ আপনি নিতান্ত সুখোচিত হইয়াও ঈদৃশ দুঃসহ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন দেখিয়া, আমরা নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতেছি, আর শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারি না। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি সতত, সদুপায় অবলম্বন করিয়াই সকল বিষয় সম্পন্ন করেন। কিন্তু পূর্ব্ব দিবসাবধি যে প্রকার নিরুপায় অবলম্বন করিয়াছেন তদ্দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের এতাদৃশ অনুনয় শ্রবণে শোক সম্বরণ করিয়া কহিলেন এই সর্ব্বলোকভয়াবহ কাল ক্রমশঃ অতীত হইতেছে, তজ্জন্য আমি এরূপ ভাবিত হইতেছি। দেখ অনুজগণ! মহামায়ার সংযোগে মনুষ্যকে কি না করিতে পারে। এক্ষণে আমি আর পরিতাপ করিব না, ভক্তি সহকারে একচিত্তে অনাদি অনন্ত পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিব। ইহা স্থির করিয়া, ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া সুচারুরূপে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র। ৫৮।৫ অপর সর্কিউলার রোড।